রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ আগস্ট ২০০৫/৩০ শ্রাবণ ১৪১২

এস, আর, ও নং ২৪০/আইন/শ্রকম/শা-৬/মামলা-১/২০০৪—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

| ক্রমিক নং | মামলার নাম | নম্বর/বৎসর |
|---|---|---|
| | **আই, আর, ও মামলা** | |
| (১) | আই, আর, ও মামলা | ৩৫/২০০৫ |
| (২) | আই, আর, ও মামলা | ০১/২০০৫ |
| (৩) | আই, আর, ও মামলা | ৩৩/২০০৫ |
| (৪) | আই, আর, ও মামলা | ২৮/২০০৫ |
| (৫) | আই, আর, ও মামলা | ৫/২০০৫ |
| (৬) | আই, আর, ও মামলা | ৪৮/২০০৪ |
| (৭) | আই, আর, ও মামলা | ৩২/২০০৫ |



মূল্য ঃ টাকা ৪৪.০০

| ক্রমিক নং | মামলার নাম | নম্বর/বৎসর |
|---|---|---|
| | **আই, আর, ও মামলা** | |
| (৮) | আই, আর, ও মামলা | ৩১/২০০৫ |
| (৯) | আই, আর, ও মামলা | ২৫/২০০০৫ |
| (১০) | আই, আর, ও মামলা | ২৭/২০০৫ |
| (১১) | আই, আর, ও মামলা | ২৬/২০০৫ |
| (১২) | আই, আর, ও মামলা | ৩০/২০০৫ |
| (১৩) | আই, আর, ও মামলা | ৩/২০০৫ |
| (১৪) | আই, আর, ও মামলা | ২৯/২০০৫ |
| (১৫) | আই, আর, ও মামলা | ২৪/২০০৫ |
| (১৬) | আই, আর, ও মামলা | ২১/২০০৪ |
| (১৭) | আই, আর, ও মামলা | ২/২০০০৫ |
| (১৮) | আই, আর, ও মামলা | ১৩০/২০০৩ |
| (১৯) | আই, আর, ও মামলা | ৩৪/২০০৫ |
| (২০) | আই, আর, ও মামলা | ১১/২০০৪ |
| (২১) | আই, আর, ও মামলা | ২/২০০৪ |
| (২২) | আই, আর, ও মামলা | ১৪/২০০৫ |
| | **আই, আর, ও (আপীল) মামলা** | |
| (২৩) | আই, আর, ও (আপীল) মামলা | ১০/২০০১ |
| (২৪) | আই, আর, ও (আপীল) মামলা | ৫৬/২০০৪ |
| | **পি, ডাব্লিউ মামলা** | |
| (২৫) | পি, ডাব্লিউ মামলা | ১১/২০০৪ |
| (২৬) | পি, ডাব্লিউ মামলা | ০৮/২০০৩ |
| (২৭) | পি, ডাব্লিউ মামলা | ৯/২০০৪ |

| ক্রমিক নং | মামলার নাম | নম্বর/বৎসর |
|---|---|---|
| | ফৌজদারী মামলা | |
| (২৮) | ফৌজদারী মামলা | ৩/২০০৫ |
| (২৯) | ফৌজদারী মামলা | ৫/২০০৪ |
| (৩০) | কমপ্লেইন্ট কেস | ১/২০০২ |
| (৩১) | ডাব্লিউ, সি মামলা | ১/২০০৫ |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান আলী সরদার
উপ-সচিব (শ্রম)।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং ৩৫/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

**বনাম**

১। এস, কে, ফিরোজ আজগার পিন্টু, সভাপতি,

২। আঃ হাফিজ, সাধারণ সম্পাদক,

লালমনিরহাট জেলা সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-৮৪২, মিশন রোড, জেলা- লালমনিরহাট—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং ৭, তারিখ-২৯-৫-০৫**

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। এক তরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট ১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ১(ঙ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ লালমনিরহাট জেলা সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৪২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ

ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরনী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৫-৯-১৯৯০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তিরপর সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন আনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টান ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেছে যাহা যথাক্রমে এক্সিবিট ১(ঙ) ও ১(ঘ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সনের পর থেকে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং হিসাব বিবরণীও দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২১ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৫-৯-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-যুশ্রপ/রাজ/টিইউ ১৯৩০(এক্সিবিট-১(গ), ২৬-৮-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-১৬৬৭ (এক্সিবিট-১(খ) মূলে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বার্ষিক রিটার্ন দাখিল প্রসংগে রেজিস্ট্রী চিঠি দেওয়া হয় এবং ৫-১-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-৩৬ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ ও ৩৬ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ (এক্সিবিট-১(ক) (১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৮ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ লালমনিরহাট জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ৮৪২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ- ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

**রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ১৯ শে মে/২০০৫**

**আই, আর, ও, মামলা নং- ০১/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

**বনাম**

১। মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ মোসলেম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক,

১৩ নং রামনাথপুর ইউঃ পিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-২৩৮২, মাদারহাট, পোঃ-খেজমতপুর,

উপজেলা-পিরগঞ্জ, জেলা-রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

**রায়**

ইহা দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ ১৩ নং রামনাথপুর ইউঃ পিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৩৮২) মাদার হাট, রংপুরের রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ৮-৭-২০০৪ ইং তারিখে মিথ্যা ও বানানো কাগজপত্র তৈরী করিয়া রেজিস্ট্রেশনের জন্য দাখিল করিলে ২৯-৭-০৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। পরবর্তিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন তাহাদের প্রচলিত শ্রম আইনের পরিপন্থি কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং এলাকায় শান্তি শৃংখলার বিঘ্ন ঘটায় ও শ্রমজীবী মানুষকে তাহাদের কাজে বাধাগ্রস্থ করে। এই ব্যাপারে পীরগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহাদের ৮-৮-০৪ ইং তারিখের পত্রে ১ম পক্ষের দপ্তরে অভিযোগ দাখিল করে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষ তাহার গত ১৯-৮-০৪ ইং তারিখের ১৫৬৬ নং পত্রের মাধ্যমে ২য় পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করিয়া ১০ দিনের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ অদ্যাবধি কোন জবাব দাখিল

করে নাই বা কোনরূপ যোগাযোগও করে নাই। ইউনিয়নটি অশ্রমিক ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে রেজিস্ট্রেশন লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ১০(১)(৯)(ঘ) ও(ঝ) ধারা বিধি বিধান লংঘন করায় উক্ত অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনায় অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ১৩ নং রামনাথপুর ইউঃপিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিনিধিত্ব পূর্বক উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি প্রতি সদস্যের ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদন (বি ফরম) ৮-৭-২০০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে জমা দাখিল করিলে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত অন্তে সকল সদস্যকে কুলি শ্রমিক পেয়েই তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করিলে আইন ও বিধি মোতাবেক ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২৩৮২) প্রাপ্ত হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কখনও অশ্রমিক নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্যগণের কাজে বাধা প্রদান করে নাই বা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে নাই। পীরগঞ্জ এর জামতলায় অবস্থিত অপর একটি কুলি শ্রমিক (রেজিঃ নং রাজ-২৩৫৮) জোরপূর্বক মাদারহাতে শাখা অফিস স্থাপন করিয়া বিশৃংখলার সৃষ্টি করিলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পদে শ্রম দপ্তরে অভিযোগ দিলে তৎ প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী পক্ষে ১৭-২-০৫ ইং তারিখে একটি চিঠি দিয়াছিল। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কোন সদস্য অশ্রমিক নহে এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে নাই এবং নিয়ম ও আইন ভঙ্গ করে নাই। দরখাস্তকারীর প্রভাবিত ও মিথ্যা মামলাটি খরচাসহ নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

**বিবেচ্য বিষয় ঃ**

১। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ ১৩ নং রামনাথপুর ইউঃপিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন, মাদারহাট, পীরগঞ্জের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

**আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ**

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী হিসেবে পরিক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট ১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ) হিসেবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষ ১৩ নং রামনাথপুর ইউঃপিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন, মাদারহাট, পীরগঞ্জ পক্ষে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মোসলেম উদ্দিন, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মৌখিক সাক্ষি হিসেবে পরিক্ষিত হয় এবং দালিলিক সাক্ষি হিসেবে কাগজাদি এক্সিবিট- ক, খ, গ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। মামলাটিতে দরখাস্তকারী ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্তীয় বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ ১৩ নং রামনাথপুর ইউঃ পিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন পীরগঞ্জ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক বাতিলের অনুমতির জন্য মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি ব্রিডিংগের আলোকে ও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে এইরূপ নিবেদন করেন যে, ১৩ নং রামনাথপুর ইউঃপিঃ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন, বাদারহাট, পীরগঞ্জ (রেজিঃ নং রাজ-২৩৮২) ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের পর অসৎ শ্রম আচরন ও এলাকায় শান্তি শৃংখলার বিঘ্ন ঘটাইয়া অপর একটি ইউনিয়নের শ্রমিকদের কাজে বাধাগ্রস্থ করে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দাখিলী ৮-৮-০৪ইং তারিখের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৯-৮-০৪ইং তারিখের ১৫৬৬ নং পত্র মূলে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা সত্বেও প্রতিপক্ষ কোন জবাব দাখিল করে নাই বা কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন অশ্রমিক ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করায় অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশর বিধি বিধান লংঘন করায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য মামলাটি দায়ের হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের সময় আইন ও বিধি মোতাবেক বি ফরম দাখিল করিলে তদন্ত অন্তে সকল সদস্যকে কুলি শ্রমিক পেয়েই এবং আইনানুগ বিধি বিধান পুরন করায় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন শান্তি শৃংখলা বিরোধ কাজে লিপ্ত নাই বা কোন অসৎ শ্রম আচরন করে নাই। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ অপর একটি কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা প্রতারিত হইয়া মিথ্যাভাবে মামলাটি দায়ের করায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার নহেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষের ৮-৭-০৪ ইং তারিখের দাখিলী রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রেক্ষিতে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ১ম পক্ষ কর্তৃক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন(রেজিঃ নং রাজ-২৩৮২) ২৯-৭-০৪ ইং তারিখে প্রদত্ত হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী আলেখ্যক এবং দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ ফাইলে রক্ষিত রংপুর সহকারী শ্রম পরিচালক এস, এম, নূর ইসলাম কর্তৃক ২৭-৭-০৪ ইং তারিখের ১৩৪ নং স্মারকমূলে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদন মূলে সমর্থিত। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অভিযোগে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে অশ্রমিক ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে পরীক্ষিত পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী সাক্ষ্য দিয়া কোন্ কোন্ সদস্য অশ্রমিক এবং কি কি মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়াছে তদমর্মে কোন করোবরেটিভ বক্তব্য প্রদান করে নাই এবং আরজিতেও সুনির্দিষ্টভাবে অশ্রমিকের নাম বা মিথ্যা তথ্য দেখাইয়া বক্তব্য আনেন নাই। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের বিজ্ঞ প্রতিনিধি শুধুমাত্র বক্তব্য প্রদানে পীরগঞ্জ উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৩৫৮) কর্তৃক এক্সিবিট-১(খ) অভিযোগ প্রদানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তব্য প্রদান করেন কিন্তু উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিন তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়া দরখাস্ত কারী সত্যতা যাচাই করেন নাই বা আইনানুগ কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নাই এবং এক্সিবিট-১(খ) অভিযোগে বর্ণিত মতে অপর ইউনিয়নের শ্রমিকদের কাজে বাধা প্রদানের বা মারধর এর বিষয়ে থানায় কোন এজহার দায়ের হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ কিভাবে অসৎ আচারণ করেন তাহারও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আরজিতে আসে নাই। কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ কাজ করিতে গিয়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কোন্ কোন্ সদস্য দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় তাহাও অভিযোগে বর্ণিত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কোন্ কোন্ সদস্য অশ্রমিক বা কি কি মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে তাহাও আরজির বর্ননায় আসে নাই। পি, ডাব্লিউ-১

মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক জেরায় অকপটে স্বীকার করেন যে, কোন্ কোন্ সদস্য আহত বা জখম হয় তাহা তদন্ত হয় নাই বা অপরাধও নিরুপিত হয় নাই। পাল্টা পাল্টি অভিযোগের প্রেক্ষিতে নোটিশ ইস্যু হইলেও কোন মামলা আনীত হয় নাই। এই মামলাটি দায়েরের পূর্বে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন এন, পি, সি, দেন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালকের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বে আইনের ব্যধ্যতামূলক বিধান মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ (এন, পি, সি,) প্রদান ছাড়াই এই মামলাটি বেআইনীভাবে আনীত হইয়াছে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই। সাক্ষ থেকে আমরা পেয়েছি যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন বি ফরম দাখিলের পর সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত অন্তে তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এবং যথাযথ কাগজপত্রের ভিত্তিতে ১ম পক্ষ কর্তৃক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২৩৮২) প্রদত্ত হয়। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য মতে ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মোসলেম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাক্ষ্য দিয়া জবাবের বক্তব্যকে করোবরেট করিয়াছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষাদির ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বর্ণিত এজাহারী বক্তব্য/অভিযোগ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। বরং পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দাখিলী বি ফরম রেজিস্ট্রেশন আবেদনের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত অন্তে যথাযথ কাগজাদি ও তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদত্ত হইয়াছে। এজাহারী অভিযোগের বর্ণিত মতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে কে কে অশ্রমিক এবং কি কি মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে তাহা প্রথম পক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। দরখাস্তকারী- ১ম পক্ষের এজহারী বক্তব্য ও দরখাস্তকারী পক্ষের সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি পরস্পর স্ব-বিরোধী এবং প্রভাবিত প্রতীয়মান হয় এবং এজাহারী বক্তব্য অনুমান ভিত্তিক হওয়ায় দরখাস্তকারী- ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রার্থীত প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলেচেনা ও পরামর্শক্রমে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ও সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, শ্রম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রর্থনায় আনীত মামলাটি নামঞ্জুর যোগ্য হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবে বহালযোগ্য
হইতেছে ঃ—

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ও গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ- **মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

**রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ১৮ই মে/২০০৫**

**আই, আর, ও, মামলা নং- ৩৩/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....**দরখাস্তকারী**।

**বনাম**

১। মোঃ মজিবর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ সামছুল আলম প্রামানিক, সাধারণ সম্পাদক,

হারাগাছা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ৩৩২,

সারাই হক বাজার, হারাগাছ, রংপুর .....**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

**রায়**

ইহা দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৩৩২) হারাগাছ, রংপুর এর রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, হারাগাছ, রংপুর গত ২৯-১২-১৯৮০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ১২-৭-০৪ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ২ বৎসরের অধিক কাল দায়িত্ব পালনের অধিকার সংরক্ষণ করিতে পারেন না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধান ও বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই ও নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। এছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১)(ঞ) ধারার বিধান লংঘন করায় গত ১৯-৭-০৪ তারিখের

স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৩৬১ পত্র মূলে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আইন ও বিধি মোতাবেক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান ও সংবিধানের শর্ত লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে ঃ—

অপরদিকে প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন পক্ষে ওকালতনামাসহ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে নির্বাচিত সাব-কমিটি গঠন করিয়া বিধি মোতাবেক নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর দপ্তর হইতে পত্র ইস্যু হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ২৪/১১/২০০৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরীত হয়। কিছুটা বিলম্বে নির্বাচনী ফলাফল ও রিটার্ণ দাখিল করায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রদত্ত অংগীকারের ভিত্তিতে ত্রুটি মার্জনার আবেদন করেন এবং সংশোধিত হওয়ার সুযোগ চেয়ে রিটার্ণ ও ফলাফল গ্রহণ পূর্বক ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেন এবং দরখাস্ত কারীর মামলাটি নামঞ্জুরের আবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয়ঃ—

১। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৩৩২) সারাই, হারাগাছ, রংপুর এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

**আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহীর মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ) হিসাবে প্রমাণে আনেন। প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন পক্ষে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আজিজার রহমান, হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌখিক সাক্ষ্যি হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক সাক্ষি হিসাবে কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, গ, গ(১)- গ(৩), ঘ-ছ, ছ(১), ছ(২) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত করেন। মামলাটি দরখাস্তকারী ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্তীয় বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, রংপুরের রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির জন্য মামলাটি আনীত হইয়াছে। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধির গ্লিডিংসের আলোকে ও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ হারাগাছা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন,(রেজিঃ নং রাজ

৩৩২), রংপুর ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১২-৭-০৪ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ইউনিয়নটির ২০০২ সাল থেকে বার্ষিক আয়-ব্যায়ের রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং তৎকারণে ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ ১৯-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৩৬১ পত্রমূলে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা সত্বেও প্রতিপক্ষ পক্ষে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই এবং তদহেতু দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, রংপুর কিছুটা বিলম্বে ইউনিয়নের নির্বাচিত সাব-কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করিয়াছে এবং দরখাস্তকারীর দপ্তর হইতে পত্র ইস্যু হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০০৩ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ২৪-১১-০৪ ইং তারিখে দরখাস্ত কারীর দপ্তরে প্রেরীত হয় এবং কিছুটা বিলম্বে নির্বাচনী ফলাফল ও রিটার্ণ দাখিল করায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া একটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অংগীকার প্রদান করিয়া সংশোধিত হইবার সুযোগ চেয়েছেন এবং রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্যের পোষকতায় দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১,১(ক),১(ক)/১, ১(খ) কাগজাদি এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ক, ক(১), খ, গ, গ(১)-গ(৩), ঘ-ছ, ছ(১), ছ(২) কাগজাদি ও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন ০২-৩-০৫ ইং তারিখে মামলা দায়েরের পূর্বেই ২৫-১১-০৪ ইং তারিখে ২০০৩ সালের রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে জমা দিয়াছেন। স্বীকৃত মতেই ১ম পক্ষ-দরখাস্ত কারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ভুলক্রমে ২০০১ ও ২০০২ সালের বার্ষিক রিটার্ণ জমা না দেওয়ার অভিযোগ আরজিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পি, ডাব্লিউ -১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক জেরায় স্বীকারোক্তি দ্বারা সমর্থিত এবং প্রতীয়মান হয় যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে কিছুটা বিলম্বে ২০০৩ সালের বার্ষিক রিটর্ণ জমা দেওয়া সত্বেও রিটার্ন দাখিল না করার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করা হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০০১ ও ২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন (এক্সিবিট ১(খ) ১ম পক্ষ-রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল হইলেও শ্রম দপ্তর থেকে রিটার্ন পরীক্ষার জন্য চিঠি ইস্যুর প্রেক্ষিতে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে ১৬-৬-০৩ ইং তারিখের ১৪৩ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন সঠিক মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং ২০০৩ সালের রিটার্ণটি ২৪-১১-০৪ ইং তারিখে ১ম পক্ষের দপ্তরে দাখিল হয়। পি, ডাব্লিউ ১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালকের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ২-৩-০৫ ইং তারিখের পূর্বেই ২৪-১১-০৫ ইং তারিখে ইউনিয়নের সভাপতির কার্যকরী কমিটির তালিকা/নির্বাচনী ফলাফল প্রেরীত হয় এবং নির্বাচনী সাব-কমিটির প্রধান শাহজাহান বিন হোসাইন কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্বাচনী ফলাফলের কপিসহ মূল রেজুলেশন খাতা এক্সিবিট ছ(১) ও এক্সিবিট-ছ(২) নির্বাচনী ফলাফল সংক্রান্ত রেজুলেশন খাতা প্রমাণে এসেছে। এক্সিবিট ছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১১-৬-০৪ ইং তারিখে মোঃ শাহজাহান বিন হোসাইনকে কমিটির প্রদান করিয়া ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী সাব কমিটি ১১-৬-০৪ তারিখের সভায় গঠিত হয় মর্মে প্রমানে এসেছে।

যুক্তিতর্ক পেশকালে কার্যকরী কমিটির সদস্যগণের মনোনয়ন পত্রগুলি ফিরিস্তমূলে দাখিল হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ আজিজার রহমান, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষ্য দিয়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে দাখিলী জবাবের বক্তব্যকে করোবরেট করিয়াছেন এবং কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, গ, গ(১)-গ(৩), ঘ-ছ, ছ(১), ছ(২) প্রমাণে এনেছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন ভুলক্রমে আরজিতে ২০০১ ও ২০০২ সালের বার্ষিক রিটার্ণ জমা প্রদান সত্বেও উক্ত বিষয়টি সন্নিবেশিত করেছেন এবং মামলা দায়েরের পূর্বেই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০০৩ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২৪-১১-০৫ ইং তারিখে প্রেরন করিয়ছেন কিছুটা বিলম্বে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের নির্বাচন সংক্রান্ত ইউনিয়নের সভার সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাচনী সাব-কমিটির তফসিল ঘোষণার ফলে মনোনয়ন পত্র দাখিলের প্রেক্ষিতে নির্বাচনী সাব-কমিটির প্রধান শাহজাহান বিন হোসাইন কর্তৃক এক্সিবিট-ছ(২) রেজুলেশন মূলে নির্বাচনী ফলাফল প্রস্তুত হয় এবং কিছুটা বিলম্বে, ২০০৩ সালের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আজিজার রহমান, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া উল্লেখ করেছেন যে, অজ্ঞতার কারণে বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক পেশকালে বিলম্বজনিত একটি মার্জনা ও ক্ষমা চেয়ে ইউনিয়নটির কার্যক্রম ভবিষ্যতে আইনানুগভাবে পরিচালনার অংগীকার প্রদানে সংশোধিত হইবার সুযোগ চান এবং রেজিস্ট্রেশন বহালরাখার নিবেদন করেন। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আনিয়া প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের দাখিলী ২০০৩ সালের রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণ পূর্বক ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে সংশোধিত হইবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং তৎ কারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিতে পারে। বর্ণিত কারণাধীনে ও প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ক্ষমার আবেদন মঞ্জুর করা হইল এবং ত্রুটি মার্জনা করা হইল এবং তৎ প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিতে পারে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রে ইউনিয়নের মামলাটি না মঞ্জুর যোগ্য হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিবে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ও গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ হারাগাছ বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, হারাগাছ, রংপুর কর্তৃক ২৫-১১-০৪ ইং তারিখে দাখিলী ২০০৩ সালের বার্ষিক রিটার্ণ ও প্রেরীত নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী পক্ষ পরীক্ষান্তে গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল থাকিবে।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং- ২৮/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ কুদ্দুস মন্ডল, সভাপতি,

২। মোঃ আমির হামজা, সাধারণ সম্পাদক,
রাজীবপুর উপজেলা আল-আমিন ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ ৯১৯, পশ্চিম রাজীবপুর, উপজেলা-রাজীবপুর, জেলা-কুড়িগ্রাম.....প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং - ৬ তাং-১৮-৫-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরববর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(গ) হিসেবে প্রমাণ চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রাজীবপুর উপজেলা আল-আমিন ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন

(রেজিঃ নং রাজ ৯১৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগ উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহীর কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ে হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল যোগ্য । একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১-৪-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছেন যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৯ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৯-১-০৪ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৬৭ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ৭-৭-০৪ইং তারিখের স্মারক নং-১১৯৪ (এক্সিবিট-১ (ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিদ্বয় এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্নিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রাজীবপুর উপজেলা আল আমিন ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং রাজ ৯১৯) বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

**উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

**রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ১৮ই মে/২০০৫**

**আই, আর, ও, মামলা নং- ০৫/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

**বনাম**

১। মোঃ আমিনুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ আজম, সাধারণ সম্পাদক,

নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ ১৩৯৩, স্বরুপ নগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

**রায়**

ইহা দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ ১৩৯৩), স্বরুপ নগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ এর রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই যে, প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন, স্বরুপনগর, নবাবগঞ্জ গত ২৯-১১-৯৫ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১০-১-০৪ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ২ বৎসরের অধিক কাল দায়িত্ব পালনের অধিকার সংরক্ষণ করিতে পারে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধান ও বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন

অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। এছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১)(ঞ) ধারার বিধান লংঘন করায় গত ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১২৫২ পত্র মূলে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আইন ও বিধি মোতাবেক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান ও সংবিধানের শর্ত লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনার অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন পক্ষে ওকালতনামাসহ আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ৩২ সদস্যের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনিয়ন এবং উক্ত ইউনিয়নের অধিকাংশ সদস্যই কমশিক্ষিত বা কেবলমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সদস্য হওয়ায় তাহারা আইন কানুন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন না। অজ্ঞতার কারণে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সমিতির নেতৃত্ব বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ না থাকায় ও অর্থনৈতিক মন্দা উভয় কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিতে পারেন নাই। তবে ভবিষ্যতে আর একইরূপ ভুল করিবেন না এবং সংশোধিত হইবার একটি সুযোগ পাইলে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান, রিটার্ন দাখিল করিবেন এবং ইতিমধ্যে মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালে ২০০২—২০০৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ গত ২৯-৩-০৫ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরের গ্রহণ শাখায় জমা প্রদান করিয়াছেন এবং নির্বাচনী কার্যক্রমও গ্রহণ করা হইয়াছে। কিছুটা বিলম্বে অভিযোগ দুইটি নিষ্পত্তি করায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রদত্ত অংগীকারকে বন্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া ত্রুটি মার্জনা চেয়েছেন ও সংশোধিত হওয়ায় সুযোগ চেয়ে রিটার্ণ ও ফলাফল গ্রহণ পূর্বক ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেন এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুর আবেদন করেন।

### বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১০(২) ধারা বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৯৩) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

### আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী–১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচারক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১ (ক) ও ১(খ)

হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন পক্ষে ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(২) ও খ হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। মামলাটিতে দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে নিযুক্তীয় বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়। দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি প্লিডিংসের স্বপক্ষে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের আলোকে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৯৩), চাঁপাই রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে প্রতি দুই বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের নবাবগঞ্জ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সাংবিধানিক ও আইনগত দায় দায়িত্ব থাকা সত্বেও ইউনিয়নটির ১০-১-০৪ ইং তারিখের পর থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ইউনিয়নটির ২০০২ সাল থেকে আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করে নাই এবং তৎ কারনে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই এবং তদহেতু দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য মামলাটি দায়ের করেছেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন ৩২ সদস্যের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির সমিতি এবং সমিতির সদস্যগণ স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ায় আইন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় এবং সমিতির নেতৃত্ব বিষয়ে আগ্রহ না থাকায় এবং মান্দার কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিতে পারে নাই। কিন্তু মামলাটি বিচারধীন থাকা অবস্থায় গত ২৯-৩-০৫ ইং তারিখে ইউনিয়নের ২০০২-২০০৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেছেন এবং নির্বাচনী ফলাফল ২৪-৪-০৫ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরের চিঠি গ্রহণ শাখায় জমা দিয়াছে এবং বিলম্বের জন্য প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ত্রুটি মার্জনা ও ক্ষমা প্রর্দশনে ভবিষ্যতে ইউনিয়নটির কার্যক্রম আইনানুগভাবে পরিচালনা করিবার অংগীকারকে বন্ড হিসাবে গ্রহণ পূর্বক সংশোধিত হইবার সুযোগ চেয়েছেন এবং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। দরখাস্তকারী-১ম পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের পোষকতায় দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ১, ১(ক), ১(খ) কাগজাদি এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(২) কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন মামলা দায়েরের পর ২০০২-২০০৪ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষ-দরখাস্তকারীর দপ্তরে ২৯-৩-০৫ ইং তারিখে নির্বাচনী ফলাফল (এক্সিবিট-খ) ২৪-৪-০৫ ইং তারিখে জমা দাখিল করেছেন এবং তৎ পোষকতায় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য দৃষ্টে বিলম্বের জন্য ত্রুটি মার্জনা ও ক্ষমা চেয়ে ইউনিয়নটির কার্যক্রম ভবিষ্যতে আইনানুগভাবে পরিচালনা করিবার অংগীকার প্রদানে সংশোধিত হইবার সুযোগ ও রেজিস্ট্রেশন বহালের নিবেদন করেন। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, আরজি ও অভিযোগের বক্তব্য মতে করোবরেটিভ স্বাক্ষ্য প্রদান করিলেও জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, প্রতিপক্ষ

ইউনিয়নের ২০০২—২০০৪ সালের রিটার্ণ ২৯-৩-০৫ ইং তারিখে শ্রম দপ্তরের রিসিভ শাখায় জমা হইয়াছে এবং ইউনিয়নের নির্বাচনী ফলাফল ২৪-৪-০৫ ইং তারিখে জমা হইয়াছে এবং মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অভিযোগ দুইটির প্রেক্ষিতে কাগজ জমা হইয়াছে। ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি জবানবন্দীতে জবাবের বক্তব্য করোবরেট করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, এক্সিবিট, ক, ক(১), ক(২) ও খ ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন ও নির্বাচনী ফলাফল প্রতি ১ম পক্ষের দপ্তরে যথাক্রমে ২৯-৩-০৫ ও ২৪-৪-০৫ ইং তারিখে জমা দিয়াছেন। অজ্ঞতার কারণে বিলম্বে রিটার্ণ দাখিলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সহ অংগীকার করেন যে, ভবিষ্যতে একইরূপ ভূল হইবে না এবং ত্রুটি মার্জনা চেয়ে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বহাল চেয়েছেন। ডি, ডাব্লিউ-১ জবানবন্দীতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, দরখাস্তকারীর অফিস থেকে প্রেরীত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশটি পায় নাই। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের অভিযোগ দুইটি মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় নিস্পত্তি করেছেন। প্রতিপক্ষের ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আমিনুল ইসলাম ইউনিয়নের সভাপতির জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচনী সাব-কমিটি গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় আনিয়া প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পবিহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়নের দাখিলী বার্ষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল গ্রহন পূর্বক ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে সংশোধিত হইবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং তৎ কারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিতে পারে। বর্ণিত কারণাধীনে ও প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ক্ষমার আবেদন মঞ্জুর ও ত্রুটি মার্জনা করা হইল। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দাখিলী আয়-ব্যয়ের রিটার্ন ও নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রারের ট্রেড ইউনিয়ন পরীক্ষান্তে গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ত্রুটি মার্জনাক্রমে বহাল রাখা যাইতে পারে। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় দরখাস্তকারী-১ম পক্ষের মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিবে ঃ-

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ও গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন সমিতি কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক ২৯-৩-০৫ ইং তারিখে দাখিলী ইউনিয়নের ২০০২—২০০৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ ও ২৪-৪-০৫ তারিখে দাখিলী নির্বাচনী ফলাফল পরীক্ষান্তে গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিবে।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.**

**Present:- Md. Abdus Samad**

Chairman,

Labour Court, Rajshahi.

Members:- 1.Mr. A.K.A. Atoa-A-Rabbi for the Employers.

2. Mr. Md. Alauddin Khan for the Labours.

**Date of delivery of Judgment – 09th may/2005**

**I.R.O. Case No. 48/2004**

Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi.....Petitioner.

**Versus**

Prosident/General Secretary,

Uttarbanga kagoj Karkhana Sramik Sangha,

Regn. No. Raj-16, Paksay, pabna.....Opposite Party.

Representebives :

1. Mr. Md. Monirul Islam, Representative for the petitioner.
2. Mr. Saifur Rahman Khan (Rana), Advocate for the Opposite party.

**JUDGMENT**

The petitioner Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi instituted this case U/S 10(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969 for permission to cancel registration of Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj-16), paksey, pabna.

The specific case of the petitioner-1st party is that the 2nd party Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha (Ragn. No. Raj-16) paksey, pabna is represented by its president and General Secretary of that trade union and that the said Uttarbange Kagoj Karkhana Sramik Sangha trade union is organized by the Workers and staffs of Uttarbanga kagoj Karkhana, paksey, pabna. That the Uttarbanga kagoj Karkhana is declared pay-off by the management from 30-11-02 and that the Managing Director by his letter Memo No. 589 dated 21-7-2004 has informed the Workers and paid up dues of the workers and staffa of the North Bengal paper Mills Ltd. since the management paid up all dues of the pay-off workers and staff of the North Bengal paper Mills Ltd., Then the Uttarbanga kagoj Karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj-16) paksey, pabna has no existence lawfully and that the registration of the trade union is liable to be cancelled. Hence, this case by the First party for permission to cancel the registration of the Second party trade union U/S 10 (2) of I.R.O.

The General Secretary of the 2nd party uttarbanga kagoj karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj-16) paksey on receipt of notice appearred by vokalatnama and filed a written statement and contested this case denying allegation, contending inter alia, that the 2nd party Uttarbanga Kagoj karkhana Sramik Sangha, Paksey is entitled to continue their trade union activities and functions till finalisation of the payment and that this case is liable to be dismissed because of the fact that this case is insttituted at the prematured stage. The 2nd party in his written statement admitted that Uttarbanga Kagoj Karkhana was declared pay-of on 30-11-02 but the mill Management is engaged in payment of salary and othre benefits to the workers and staffs of the paper mills Ltd. And that the Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha is also continuing their trade union activities for the interest of the workers and staffs of the mill. That the C.B.A. of the trade union are working for the interast of the members against the unreasonable order asto the payment of pay-off workers and staffs of the paper mill and that the management of the north Bengal paper mill has not completed that pay-off program and that the duties of the trade union has not yet been completed. That the management still working as per direction and advice of the B.C.I.C. Head Quarter. Hence, the application of the petitioner is Filled at the prematured stage and that the application is liable to be dismissed.

**Point for determination: -**

1. Whether the 1st party Regiatrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi is entitled to get the order of permission for cancellation of the 2nd party Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj – 16), Paksey, Pabna?

**FINDINGS AND DECISIONS:-**

There is no denial of the fact that the 1st party Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi instituted this case U/S 10(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969 for permission to cancel the registration of Uttarbanga kagoj Karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj - 16) Paksey, Pabna. It is also the admitted case of both the parties that the North Bengal Paper Mills Ltd, is closed down and declared pay-off to the workers and staffs by the direction of the Goverment from 30.11.02. It is admitted that the 2nd party Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj - 16) paksey, Pabna is a registered trade union of the workers and staffs of the North Bengal Paper Mills Ltd. Paksey, Pabna. It is specific case of the O.P. 2nd party Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha Paksey is that the Management of the Mill has not completed to pay-up all dues of the pay-off workers and staffs of the North Bengal Paper Mills Ltd, and that this case is instituted at the prematured stage and that this case is liable to be dismissed . D. W. – 1 Md. Rashidullah, General Secretary of Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha, Paksey corroborated the above contentions and also added that the labour representative continued their trade Union activities against the illegal objections in paying the dues of the staffs but

he also added in chief that the North Bengal Paper Mills Ltd, has no existance but the activities of the trade union should be continued and that efforts are being continued to reopen the Mill and that the case is filed in a prematured stage, D. W. – 2 Md. Abdus Sattar G.M (Accounts), Paksey, papar Mill stated in chief that the subscription of the worker members of the trade union has also been stopped for the closing down of the Mill. D. W. – 2 also frankly admitted in cross that few audit objections are not disposed of From Exbt. – 1, 1(ka), 1(kha), 1(Ga), 3, 3(ka), 3(kha), 3(Ga), it appears that the mill management has already been paid up gratuity claim of the staffs of the mill after declaration of pay-off the mill. P.W.-1 Assistant director of labour also deposed in chief that the mill management declared pay-off of the mill from 30.11.02 and paid up dues of the staffs and that the trade union has no existence practically. Thus, it appears from the above facts and findings and evidences on record that the North Bengal Paper Mills Ltd, is declared pay-off by the Govt, from 30.11.02 and that the mill management paid up dues of the staffs and only few audit objections are still pending. That the workar members of the trade union stopped paying subscription to the trade union and that in practice the membership of the workers and staffs of the paper mill has already been ceased for the cessation of the establishment "North Bengal Paper Mills Ltd, Paksey". Since the establishment North Bengal Paper Mills Ltd, is declared pay-off by the management from 30.11.02 and that near about 2 years 5 months had already been elapsed from the date of closing the North Bengal Paper Mills Ltd. S0, the o.ps contention to file this case by the lst party at the prematured tage does not stand at all. Since the Establishment North Bengal Paper Mills Ltd. Paksey had no existence physically after the declaration to pay-off the staffs and labour members of the trade union stopped paying subscription to the union, the question of membership of the trade union practically does not exist.as per the provision of section 7 of the constitution of the trade union. From the facts and circumstances stated above this court holds that the petitioner-lst party Registrar of Trade union, Rajshahi Division, Rajshahi is entitled to get the order of permission for cancellation of the registration of the 2nd party uttarbanga kagoj karkhana sramik sangha, paksey, pabna, The Ld. Members are consulted.

It is, accordingly,

**ORDERED**

That this I.R.O case be allowed on contest against the O.P.without costs. That the 1st party registrar of trade union, Rajshahi Division, Rajshahi is permitted U/S 10(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969 to cancel the registration of the 2nd party Uttarbanga Kagoj Karkhana Sramik Sangha (Regn. No. Raj-16), paksey, pabna.

**Md. Abdus Samad**

Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং- ৩২/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

**বনাম**

১। মোঃ আনিছুর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ আঃ আজিজ, সাধারণ সম্পাদক,

বড়ভিটা লেবার ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ১৪৯২,

বড়ভিটা, পোঃ- বড়ভিটা, থানা- কিশোরগঞ্জ,

জেলা- নীলফামারী -------- **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ সামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং- ৬, তাং- ০৪-৫-০৫**

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদিএক্সিবিট- ১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ সামছুল আলমের জবানবান্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট- ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বড়ভিটা লেবার ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৪৯২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগ উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন

ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবান্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২২-১২-৯৬ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১-৩-০২ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাহাছাও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট- ১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২২-১২-০২ ইং তারিখের স্বারক নং- আরটিইউ/রাজ/২৭৪১ (এক্সিবিট- ১(ক) এবং ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্বারক নং- ১২৪৮ (এক্সিবিট- ১(ক) মুলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ ও ১২৪৮ নং স্বারক প্রেরনের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট- ১(ক)(১) এক্সিবিট- ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১-০৩-০২ ইং তারিখ থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্নিত কারনে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ২য় পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বড়ভিটা লেবার ইউনিয়ন (রেজি ঃ নং রাজ-১৪৯২), নীলফামারীর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং- ৩১/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ইসমাইল মিয়া, সভাপতি,
২। মোঃ লিয়াকত, সাধারণ সম্পাদক,

কর্তামারী শ্যালোঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ১১৯১,
কর্তামারী শ্যালোঘাট, যাদুরচর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম -------- প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৬ তাং- ০২-৫-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১,১(ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(খ)/১,১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কর্তামারী শ্যালোঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, কুড়িগ্রামের রেজিস্টেশন (রেজিঃ নং

রাজ-১১৯১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৩-৪-১৯৯৪ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৯-১২-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটি-ইউ/রাজ/২৮১২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(খ) এবং উক্ত স্মারক প্রেরনের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(খ)/১ এবং ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-১২৫০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরন করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট -১(ক) ও উক্ত স্মারক প্রেরনের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)/১ কাগজাদি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্নিত কারণে অত্র আদালতে অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কর্তামারী শ্যালোঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন (রেজি নং রাজ-১১৯১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ- **মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং- ২৫/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

**বনাম**

১। মোঃ কালু মিয়া, সভাপতি,

২। মোঃ দবির, সাধারণ সম্পাদক,

কুড়িগ্রাম ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ৭৬০,

৭৬৩, কুড়িগ্রাম ফেরীঘাট, কুড়িগ্রাম ---------- প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং- ৪, তাং- ২৭-৪-০৫**

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারীও হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সুত্রে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ১(গ), হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেন (রেজিঃ নং রাজ- ৭৬৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যলটের মাধ্যমে

ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৮-৪-৮৯ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ১৯ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২-৯-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটি-ইউ/রাজ/১৭৭৫ মূলে সমিতির বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল প্রসঙ্গে চিঠি দেওয়া হয় যাহার অফিস কপি (এক্সিবিট-১(গ) এবং ২৬-৫-০৪ ইং তারিখে স্মারক নং- ৯২৮ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রির্টাণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

**অতএব,**

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-৭৬৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

**উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং- ২৭/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------**দরখাস্তকারী।**

**বনাম**

১। মোঃ বেলাল হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ আঃ রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক,

জয়পুরহাট দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ১৪৬৭,

নিউ মার্কেট (৩য় তলা), জয়পুরহাট ---------- **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং- ৪, তাং- ২৫-৪-০৫**

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১ (ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(গ), ১(ঘ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৪৬৭)

বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৬-৯-৯৬ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেন প্রাপ্তির পর ১৫-৯-৯৮ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৫-১০-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-যুশ্রপ/রাজ/টিইউ/২১৬০ (এক্সিবিট-১(গ) মূলে নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে পত্র দেওয়া হয়, ৯-৯-২০০৩ ইং তারিখের স্মারক নং- আরটিইউ/রাজ/১৮৪১ (এক্সিবিট-১(ঘ) ও ১৮-৭-২০০৪ ইং তারিখের স্মারক নং- ১৩৩১ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১৩৩১ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৮ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রির্টাণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-১৪৬৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং- ২৬/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মোজাম্মেল হক, সভাপতি,

২। মোঃ শফিকুল ইসলাম (লিটন), সাধারণ সম্পাদক,

সৈয়দপুর থানা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ১৭৯২,

শেরে বাংলা মোড়, সিনেমা রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী ---------- প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং- ৪, তাং- ২৪-৪-০৫**

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১ (ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(খ)/১, ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর থানা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৭৯২)

বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১১-৫-১৯৯৯ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১০-৫-০১ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১২-৯-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৯২৮ (এক্সিবিট-১(গ) মূলে সমিতির বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল প্রসঙ্গে পত্র দেওয়া হয়, যাহার অফিস কপি এবং ২২-১২-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/২৭৪২ (এক্সিবিট-১(খ) ও উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(খ)/১) ও ২৮-৬-০৪ ইং তারিখের স্বারক নং-১১২৩ এক্সিবিট-১(ক) ও উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট- ১(ক)/১) রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমুহ ও ডাক রশিদগুলি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্ত র অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রির্টাণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর থানা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-১৭৯২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং- ৩০/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ফজলুর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ আঃ রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক,

চৌমুহনী রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ১৫৪১,

চৌমুহনী বাজার, দুপচাচিয়া, জেলা- বগুড়া -------- প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং- ৫, তাং- ২৬-৪-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ,আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১ (ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ চৌমুহনী রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-

১৫৪১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০৬-৬-৯৭ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৭-১১-০২ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরনী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২১ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৫২ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৬-৫-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং- ৯২৯ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয়, যাহার অফিস কপিসমুহ ও ৯২৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট- ১(ক)/১) এক্সিবিট- ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০২ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রির্টাণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ চৌমুহনী রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-১৫৪১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং- ৩/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ বাদশা মিয়া, সাধারণ সম্পাদক,

বগুড়া হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ২৫১,

নামাজগড়, বগুড়া -------- প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৮, তাং- ১৭-৪-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বগুড়া হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-

২৫১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৭-৪-৭৯ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর দীর্ঘ দিন থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল, দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৫৮ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ৫-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং- ১১৮৩ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয়, যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১১৮৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট- ১(ক)(১) এক্সিবিট- ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর দীর্ঘ দিন থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বগুড়া হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-২৫১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ- **মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং- ২৯/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

**বনাম**

১। মোঃ বানভাষা, সভাপতি,

২। মোঃ আঃ মাসুদ, সাধারণ সম্পাদক,

ধরলাঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ৮১১,

পাটেশ্বরী ঘাট, পোঃ ভোগভাংগা, জেলা- কুড়িগ্রাম -------- **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং- ৪ তাং- ১৬-৪-০৫**

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ধরলাঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ৮১১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন

ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৭-১০-১৯৮৯ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৩১-১০-১৯৯৪ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-৮-০২ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৬৮৫ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ১-৬-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-৯৫৪ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয়, যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ৯৫৪ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট- ১(ক)(১) এক্সিবিট- ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৪ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ধরলাঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-৮১১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং- ২৪/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ সারোয়র হোসেন, সভাপতি,
২। মোঃ মাকছুদার রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
বগুড়া কটন মিলস্ কর্মচারী সংসদ, রেজিঃ নং রাজ- ২৪৪,
শিববাটী, কলেজ রোড, বগুড়া -------- প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৪ তাং- ১৬-৪-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বগুড়া কটন মিলস্ কর্মচারী সংসদ রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ২৪৪) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর

গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১২-৩-১৯৭৯ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর দীর্ঘ দিন থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রির্টাণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৩-৯-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৯০ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ৭-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং- ১২০১ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয়, যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১২০১ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট- ১(ক)(১) এক্সিবিট- ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন লাভের পর দীর্ঘ দিন থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রির্টান ১৯৯৮ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বগুড়া কটন মিলস্ কর্মচারী সংসদ, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজি ঃ নং রাজ-২৪৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

**উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ-১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

**রায় প্রদানের তারিখ ঃ- ১৩ ই এপ্রিল/২০০৫**

**আই, আর, ও, মামলা নং- ২১/২০০৪**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ সাইদুর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক,

গৃধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ- ১০৯২),

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা-------- **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গৃধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ গধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ - ১০৯২) গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী ইউনিয়নটি গত ১৬-৫-৯৩ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তহয় কিন্তু রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ০৫-০৬-২০০২ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ২ বৎসর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠান করেন নাই। প্রতিপক্ষ

ইউনিয়নের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ২ বৎসর পর দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আইন ও বিধি মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় এবং আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল না করায় প্রতিপক্ষের ১৫-৬-২০০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আমটিইউ/রাজ/১২১৪ মূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। আগ্রহ ছিলনা এবং প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে একইরুপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবেনা মর্মে অংগীকারে ত্রুটি মার্জনা চেয়ে বন্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া ৮-৯-২০০৪ ইং তারিখে ইউনিয়নের ২০০৩ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করেন এবং ত্রুটি মার্জনাপূর্বক সংশোধিত হইবার সুযোগ দিয়া মামলাটি নামঞ্জুরের নিবেদন করেন। দরখাস্ত কারীর রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী সাক্ষ্য দিয়া দরখাস্তে বর্ণিত মতে অভিযোগ ২টি করবরেট করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নথি এক্সিবিট- ১ প্রমানে এনেছেন এবং দপ্তর নথিতে রক্ষিত এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) ২ টি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রতিপক্ষ বরাবর প্রেরণের বিষয় প্রমান করেছেন এবং এক্সিবিট- ১(ক)(১) রেজিঃ ডাক রশিদ প্রমানে এনেছেন যাহা দৃষ্টে ১৫-৬-০৩ ইং তারিখে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী প্রমানিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক তাহার সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেছেন যে, রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং আইন ও বিধি মোতাবেক ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, মামলাটি দায়েরের পরবর্তীতে ৮-৯-০৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দপ্তরে এক্সিবিট-৩, ৩(ক),৩(খ) ২০০১ হইতে ২০০৩ সালের বার্ষিক রিটার্ণ ও এক্সিবিট-২ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনী ফলাফল জমা হয়। কিন্তু অভিযোগ দুইটির প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য অত্র মামলাটি ২৭-৭-০৪ ইং তারিখে দায়ের করেন। সেই দৃষ্টিকোন থেকে মামলাটি দায়েরের পরবর্তীতে ৮-৯-০৪ ইং তারিখে উক্ত কাগজগুলি দরখাস্তকারীর দপ্তরে জমা হয় মাত্র। কিন্তু দরখাস্তকারী পক্ষ মামলাটি বিচারাধীন থাকায় ঐ সকল কাগজাদির সঠিকতা যাচাই করেন নাই। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরুপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবে বাতিলযোগ্য হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ জবাবের পোষকতায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কোন ব্যক্তিকে স্বাক্ষ্য দিয়া করবরেট করেন নাই বা ত্রুটি মার্জনা সমর্থন করিয়া বক্তব্য দেন নাই। সেইহেতু ত্রুটি মার্জনাপূর্বক বন্ড হিসাবে গ্রহণের কোন সুযোগ নাই। প্রাপ্ত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ জাবাবে ত্রুটি মার্জনা চাহিলেও তৎ

পোষকতায় প্রতিপক্ষের কোন সাক্ষী জবাববন্দী প্রদানে জাবাবের Substantiate করেন নাই। প্রতিপক্ষ একদিকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পাদন ও ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধি ও আইন লংঘন করেছেন অপরদিকে দাখিলী জবাবে বর্ণিত মতে ত্রুটি মার্জনার বিষয় করবরেট করিবার জন্য আদালতে হাজির না থাকায় বা সাক্ষ্য প্রদান না করায় প্রতিপক্ষের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রতিপক্ষ গুরুতর অনিয়ম, বিধি লংঘন এবং জবাব সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান না করা ত্রুটির কারনে প্রতিপক্ষের ত্রুটি মার্জনার বিষয়টি আইনতঃ বিবেচনায় আনা যায় না এবং বন্ড হিসাবে গ্রহণ করা গেল না এবং প্রতিপক্ষের প্রার্থীত মতে ত্রুটি মার্জনার প্রতিকার দেওয়া গেল না। অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষ অভিযোগের বর্ণনা মোতাবেক রেকর্ডকৃত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা মামলাটি প্রমান করিতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ১০(১) (সি) ও (জি) ধারার সুতরাং আইন ও বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের প্রার্থনায় অত্র মামলাটি দায়ের হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ গৃধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দিতা করেন। প্রতিপক্ষের জবাবে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৭ সদস্যের ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনিয়ন হওয়ায় ভোট বিষয়ক আগ্রহ ছিল না। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের হওয়ায় শিক্ষা হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে একইরুপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবেনা অংগীকারে ত্রুটি মার্জনা চেয়েছেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে গত ৮-৯-০৪ ইং তারিখে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রির্টাণ ও নির্বাচনী ফলাফল একযোগে দাখিল করিয়াছেন এবং তৎ কারনে অভিযোগ দুইটি নিস্পত্তি হওয়ায় অব্যাহতি আবেদন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষকে ত্রুটি মার্জনাপূর্বক সংশোধিত হইবার সুযোগ দিয়া মামলাটি নামঞ্জুর করার আবেদন করিয়াছেন।

### বিবেচ্য বিষয়ঃ-

১। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে আই,আর,ও,এর ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ গৃধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৯২) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার ?

### আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর মৌখিক সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরিক্ষিত হয় এবং দরখাস্তকারীর দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট

১,১(ক),৯১(ক)(১),১(খ),২,৩,৩(ক),৩(খ) হিসাবে প্রমান চিহ্নিত করেন। প্রতিপক্ষ যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্বেও মৌখিক স্বাক্ষী পরিক্ষা করেন নাই। শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তিতর্ক পেশ করেন। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরুপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ গৃধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ৫-৬-০২ ইং তারিখের পর থেকে ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ইউনিয়নটির ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বিবরণী/রির্টাণ দাখিল করে নাই এবং তৎ কারণে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনায় মামলাটি দায়ের করেছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে; প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৭ সদস্যের ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনিয়ন হওয়ায় সদস্যগণের ভোট বিষয়ক বিধানমতে দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই দরখাস্তকারীর মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি, দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) -হয়। দরখাস্তকারী ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গৃধারীপুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজি ঃ নং রাজ-১০৯২), পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুসারে বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-২/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ বেলাল হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ তসিকুল বারী, সাধারণ সম্পাদক,

রনবাঘা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১২৩০, রনবাঘা, নন্দীগ্রাম, জেলা-বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৬, তাং-১২-৪-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুণানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক),১(ক)(১), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল । ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) দ্বারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রনবাঘা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-

১২৩০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৫ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২২-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ-রাজ/১৬৫ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৬-৫-০৪ ইং তারিখের স্বারক নং-৯২৪ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি সমূহ এবং ৯২৪ নং স্মারকে প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন ১৯৯৭ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সুত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রনবাঘা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৩০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

**রায় প্রদানের তারিখ-১২ই এপ্রিল/২০০৫**

**আই, আর, ও, মামলা নং-১৩০/২০০৩**

মোঃ আঃ বারেক, সাধারণ সম্পাদক, মাইক্রোবাস মালিক সমিতি,

রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৩, হরিদেবপুর, ডাক-কাশিনাথপুর, থানা-বেড়া, জেলা-পাবনা—**দরখাস্তকারী**।

**বনাম**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ-১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

**রায়**

ইহা দরখাস্তকারী বাদী মোঃ আঃ বারেক, সাধারণ সম্পাদক, মাইক্রোবাস মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৩) কাশীনাথপুর, বেড়া, পাবনা কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় প্রতিপক্ষের ২৫-১০-০৩ ইং তারিখের ২১৮৬ নং স্মারকমূলে প্রদত্ত আদেশটি বেআইনী সাব্যস্তে বাতিল গণ্যে ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা মোতাবেক আনীত ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সংশোধনী যথাযথ গণ্যে বাদীর অর্জিত গ্যারান্টিড রাইট বলবতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী কাশীনাথপুর মাইক্রোবাস মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ ১৭৭৩) এর সাধারণ সম্পাদক এবং সমিতিটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৯৯৯ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া মাইক্রোবাস মালিকদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। মাইক্রোবাস মালিক সমিতির অধিকাংশ সদস্য অর্থনৈতিক সামর্থ অর্জনের মাধ্যমে মিনিবাস খরিদ করিয়া বগুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় যাত্রী পরিবহনের ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন এবং মালিক সমিতির সদস্যগণ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মিনিবাস খরিদের প্রেক্ষিতে মাইক্রোবাস ও মিনিবাসের মালিকানা অর্জন করেন এবং তাহারা মিনিবাসগুলিকে বাদীর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির অর্ন্তভুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়া সমিতির নামকরণের প্রস্তাব দেন এবং বাদী সমিতির সংবিধান সংশোধনপূর্বক সমিতির নামকরণে মিনিবাস শব্দটি জুড়িয়া দিয়া বাদীর ইউনিয়নের সংবিধানের ২ ধারা

ও ২৬ ধারার বিধান মোতাবেক ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সংবিধান সংশোধনী সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয় এবং সমিতির নামকরণ "মাইক্রো ও মিনিবাস মালিক সমিতি" গৃহিত হয় এবং সমিতির ঠিকানা পূর্বের ন্যায় ঠিক থাকে। ২৯-০৯-২০০৩ ইং তারিখে সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের জন্য প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর দপ্তরে দাখিল করিলে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই ২৫-১০-০৩ ইং তারিখের পত্র মূলে "বিবেচনার করার অবকাশ নাই" মর্মে চিঠি ইস্যু করেন যাহাতে সংবিধানের ২৬ ধারার অধিকার ক্ষুন্ন হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ২৫-১০-২০০৩ ইং তারিখের ২১৮৬ নং আদেশটি বেআইনী সাব্যস্তে বাতিলযোগ্য হইতেছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালের "ইস্টাবলিশমেন্টের" ব্যাখ্যায় মাইক্রোবাস যানটিকে অর্ন্তভুক্ত করা হয় নাই কিন্তু মাইক্রোবাস যানটির আইনানুগ অস্তিত্ব রহিয়াছে। বাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও প্রতিনিধিত্ব করার এখতিয়ার প্রাপ্ত হওয়ায় সংবিধানের প্রদত্ত অধিকারকে বলবৎ পাইবার নিমিত্তে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় বাদী অত্র মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, বাদীর মামলাটি অত্র আকারে সচলযোগ্য নহে, বাদী মামলাটিতে প্রার্থীর মতে প্রতিকার পাইবার অধিকার নহেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনিদিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী-বাদী "মাইক্রোবাস মালিক সমিতি" নামকরণ সংশোধ করিয়া "মাইক্রোবাস ও মিনিবাস মালিক সমিতি" নামকরণ করিয়া সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের প্রক্রিয়া সঠিক হয় নাই । বাদীর ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সংশোধনী আইনানুগ হয় নাই । শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১৯৯৩ সালের সংশোধনী মোতাবেক পরিবহনের "ইস্টাবলিশমেন্টের" শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় মাইক্রোবাস প্রতিষ্ঠানটি নাই, সেহেতু মিনিবাস প্রতিষ্ঠানকে মাইক্রোবাস প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ করিয়া নাম পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা আইনানুগ হয় নাই এবং তৎপ্রেক্ষিতে সংশোধনী দ্বারা বাদীর কোন গ্যারান্টিভ রাইট অর্জিত না হওয়ার প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৫-১০-০৩ ইং তারিখের ২১৮৬ নং পত্র দ্বারা সঠিক ও আইনানুগভাবে সংশোধনী অনুমোদনের অবকাশ নাই মর্মে জানাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বাদী মামলাটিতে প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন বিধায় মামলাটি নামঞ্জুর যোগ্য হইতেছে।

মামলাটি উভয় পক্ষের রেকর্ডকৃত মৌখিক সাক্ষী ও দালিলিক সাক্ষীর উপর ভিত্তি করিয়া অত্র আদালত গত ৩১-৫-২০০৪ ইং তারিখের রায়মূলে নামঞ্জুর আদেশ হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারী মহামান্য শ্রম আপীলেট ট্রাইবুনাল, ঢাকায়১৬/০৪ রিভিশন মামলা দায়ের করেন। মহামান্য উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি ০৩-০৩-০৫ ইং তারিখের আদেশমূলে ১৬/০৪ নং রিভিশন মামলাটি মঞ্জুর করতঃ অত্র আদালতের ৩১-৫-০৪ ইং তারিখের রায় রদ রহিতপূর্বক মামলাটি পুণঃ বিচারের জন্য রিমান্ডে প্রেরণ করেন। অত্র আদালত রেকর্ড প্রাপ্ত হইয়া রায়ের দিক নির্দেশনার আলোকে ১১-৪-০৫ ইং তারিখে চূড়ান্ত শুনানীর দিক ধার্য করিলে কোন পক্ষ হইতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। উভয় পক্ষ ১১-৪-০৫ ইং তারিখে হাজিরা মূলে যুক্তিতর্ক পেশের জন্য উপস্থিত থাকেন এবং উভয় পক্ষের আইনজীবী ও প্রতিনিধিদ্বয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয় এবং রেকর্ড রায় প্রদানের জন্য গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দরখাস্তকারী-বাদীর অত্র শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য কিনা ?

২। বাদীয় মাইক্রোবাস মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৩) ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান মোতাবেক ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সাধারণ সভায় অনুমোদিত সংশোধনীটি আইনানুগ কিনা এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন ইস্টাবলিশমেন্টের আওতায় মাইক্রোবাস মালিক সমিতি নাম করণে উহার সংবিধান অনুমোদন পাইবার বাদী পক্ষ আইনতঃ হকদার কিনা ?

৩। বাদী কি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

১ হইতে ৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী-বাদীর মাইক্রোবাস মালিক সমিতি, কাশীনাথপুর, পাবনা প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৩ হিসাবে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। স্বীকৃত মতেই বাদী আঃ বারেক মাইক্রোবাস মালিক সমিতি, কাশীনাথপুরের সাধারণ সম্পাদক এবং স্বীকৃত মতেই বাদীর কাশীনাথপুর মাইক্রোবাস মালিক সমিতি উহার সংবিধানের ২৬ ধারার বিধানে ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে পাবনা জেলার বেড়া, সুজানগর, সাথিয়া উপজেলার মাইক্রোবাস ও মিনিবাস মালিকগণের দ্বারা "মাইক্রো ও মিনিবাস মালিক সমিতি" সংশোধিতভাবে গঠন করেন এবং সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের জন্য মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর আবেদন জানান (এক্সিবিট-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ দ্বারা সমর্থিত) এবং তৎপ্রেক্ষিতে স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন ১৭-৮-০২ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৭০০ নং স্মারকমূলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১৯৯৩ সালের সংশোধিত পরিবহনের শ্রেণী বিন্যাসের সহিত অসংগতিপূর্ণ হওয়ায় সমিতির নাম পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য নহে মর্মে এবং মাইক্রোবাস ও মিনিবাস মালিক সমিতি মর্মে পরিবর্তন ও সংশোধনের আইনগত সুযোগ নাই বিধায় বিবেচনা করার অবকাশ নাই মর্মে ২৫-১০-০৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২১৮৬ নং স্মারকমূলে বাদীকে অবহিত করেন (এক্সিবিট- ৬ ও ৭ মূলে সমর্থিত )। বাদী আঃ বারেক সাধারণ সম্পাদক , মাইক্রোবাস মালিক সমিতি কাশীনাথপুর , পাবনা প্রতিপক্ষের ২৫-১০-০৩ ইং তারিখের ২১৮৬ স্মারকমূলে প্রদত্ত আদেশটি বেআইনী সাব্যস্তে বাতিল গণ্যে ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারায় বিধান মোতাবেক ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের অনুমোদিত সংশোধনী যথার্থ গণ্যে সাংবিধানিক অধিকার বলে গ্যারান্টিড রাইট বলবতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করেন। বাদী পক্ষ মামলাটি প্রমানে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ বারেক বাদী স্বয়ং, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খান, কাশীনাথপুর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি ও পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ আবু বকর মোল্লা, কাশিনাথপুর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সদস্য ৩ জনকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা

করিয়াছেন এবং দালিলিক সাক্ষী হিসাবে কাগজাদি এক্সিবিট ১, ১(ক), ২, ২(ক), ৩-৮ হিসাবে প্রমানে করেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বাদীর বক্তব্যকে বিরোধিতা করিয়া উল্লেখ করেছেন যে, বাদীর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির নামকরণ ২৯-০৮-০৩ ইং তারিখের সংশোধনীমূলে পরিবর্তন করিয়া মাইক্রো ও মিনিবাস মালিক সমিতির নামকরণে সংশোধনী আইনানুগ হয় নাই এবং উক্তরূপ সংশোধনী শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ১৯৯৩ সালের সংশোধনী মোতাবেক পরিবহন ইস্টাবলিশমেন্টের শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় মাইক্রোবাসের সহিত মিনিবাস সংযোগ করিয়া ইস্টাবলিশমেন্টর শ্রেণী বিন্যাসে দেখানোর বিধান নাই । তাই বাদীর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সংবিধানের ২৬ ধারা মোতাবেক ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের বেআইনী সংশোধনী দ্বারা বাদীর কোন অর্জিত অধিকার অর্জিত না হওয়ায় বলবৎ করনের প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন । প্রতিপক্ষ তাহার মামলার স্বপক্ষে ও,পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছেন। স্বীকৃত মতেই বাদীর কাশীনাথপুর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সংবিধানের ২৬ ধারায় সংশোধনী আনয়নের বিধান রহিয়াছে এবং স্বীকৃত মতেই ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সাধারণ সভায় পি, ডাব্লিউ-২ সমিতির সভাপতির সভাপতিত্বে সংশোধনীটি আনয়ন করিয়া মাইক্রোবাস মালিক সমিতির নামকরণ পরিবর্তন করিয়া মাইক্রো ও মিনিবাস মালিক সমিতি মর্মে সংশোধিত হয় এবং পাবনা জেলার বেড়া, সুজানগর ও সাঁথিয়া উপজেলা ব্যাপী এলাকা নির্ধারণ করা হয়। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁহার বক্তব্যে এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রদানের স্বার্থে আইনানুগভাবেই করা হইয়াছে এবং সাংবিধানিক বিধান বলে অর্জিত অধিকার বলবৎ পাইবার আইনতঃ হকদার। অপর দিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী তাহার বক্তব্যে জোরালোভাবে উল্লেখ করেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের স্বার্থে সম্পৃক্ত করিয়া ১৯৯৩ সালের ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অর্ডিন্যান্স নং-XXIII অফ ১৯৬৯) ২ ধারায় সংশোধনী আনা হয় এবং সংশোধনী মতে পরিবহনের ৪ টি শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় বাদীর কথিত ২৯-৮-০৩ ইং তারিখের সংশোধনী আনা হয় নাই, বরং উক্ত সংশোধনীটি বেআইনীভাবে আনা হইয়াছে। ১৯৬৯ সালের আইনের সংশোধনীতে এই মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে, "establishment" means any office, firm, industrial unit, transport vehicle, undertaking, shop or premises in which workmen are employed for the purpose of carrying on any industry.

provided that each class of transport vehicles, such as "truck/tank-lorry", "bus/minibus", "taxi" and "baby taxi /tempo" operating in region of a transport committee shall be deemed to be an establishment for the purpose of registration of trade union of workmen employed in such transport vehicles;"

সুতরাং উপরোক্ত আইনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পরিবহন ভেহিকেলকে ৪ টি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ১। ট্রাক/ট্যাংকলরী, ২। বাস/মিনিবাস, ৩। ট্যাক্সি, ৪। বেবী ট্যাক্সি/টেম্পু। সুতরাং সংশোধনী আইনে বাস ও মিনিবাসকে একটি শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই

প্রসংগে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাইক্রোবাস ঐ শ্রেনীভুক্ত না থাকায় সংশোধিত মতে প্রতিকার দেওয়া যায় না। এই প্রসংগে মহামান্য উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি ১৬/০৪ রিভিশন মামলায় ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন এবং আইনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া মামলাটি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই প্রসংগে The motor vehicles ordinance, 1990 এর "(IX) অনুচ্ছেদে ইস্টাবলিশমেন্টের আওতায় মাইক্রোবাস উল্লেখ না থাকিলেও "বাস" শব্দটি সংজ্ঞায়িত হইয়াছে। মটর ভেহিকেলস এ্যামেনডমেন্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৯০ এর 2(a) ধারা সংশোধন করিয়া যদি মটর ভেহিকেলস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর ২(৫৭) এর অনুরূপভাবে বর্ণিত যে, "Transport vehicle means a public service vehicle, a private service vehicle, a tourist vehicle, a goods vehicle, a bus, a locomotive or a tractor other than a locomotive or a tractor used solely for agriculture purposes, clause 2(a) of section 2 of the motor vehicles ordinance defines 'bus' as including a minibus, microbus and an omnibus, clause 2(a) was added to section 2 of the motor vehicles ordinance through an amendment in 1990, সুতরাং ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, মাইক্রোবাস এবং মিনিবাস ট্যান্সফোর্ট ভেহিকেলস এর সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করিয়া বাসের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। সেই প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার এব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক বাদীর মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সহিত মিনিবাস সংযোগ করিয়া ২৯-৮-০৩ ইং তারিখে যে সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে তাহা ভেহিকেলস শ্রেণীভুক্ত আওতায় আইনানুগ হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদীর সমিতির সংবিধানের বিধান মোতাবেক সংশোধনীটি অনুমোদন করার আইনগত বৈধতা রহিয়াছে এবং বাদীর সমিতির সংবিধানের ২৬ ধারার ক্ষমতাবলে বৈধ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে বৈধভাবে গ্যারান্টির রাইট অর্জিত হইয়াছে। ফলতঃ দরখাস্তকারী পক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানে বর্ণিত প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ২৫-১০-০৩ ইং তারিখের ২১৮৬ নং স্মারকে প্রদত্ত আদেশটি বেআইনী হওয়ায় বাতিল করা হইল এবং দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে 'মাইক্রোবাস ও মিনিবাস মালিক সমিতি, নামকরণে সাংবিধানিক অধিকার বলবতের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩৪/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবুহার আলী, সভাপতি,

২। মোঃ পনির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক,

রমনা শ্যালোঘাট কুলি মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১১৩২,

রমনা শ্যালোঘাট, চিলমারী, জেলা কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ১০-৪-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমুলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবাববন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ও ১(খ) হিসাবে প্রমার্তে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজদির ফাইল এক্সিবিট- ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল । ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রমনা শ্যালোঘাট কুলি মজদুর ইউনিয়ন, কুড়িগ্রামের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং

রাজ-১১৩২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৩ সাল থেকে ইউনিয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৯-৯-৯৩ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৯-১২-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ-রাজ/২৮৩৯ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ১৩-৯-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৭৩১ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১৭৩১ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রদান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ার ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রমনা শ্যালোঘাট কুলি মজদুর ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৩২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

**উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং ১১/২০০৪**

মোঃ মঞ্জুর আহাম্মদ, পিতা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,

সাং- দক্ষিণ কোলকোন্দ, থানা গংগাচড়া, জেলা রংপুর, বর্তমানে

সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর—**দরখাস্তকারী।**

**বনাম**

১। সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,

আদমজী কোর্ট, ১১৫-১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

**আদেশ নং-১৫, তাং ১৫-৬-০৫**

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলা উঠাইয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষে বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ,কে,এ,আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন । শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন । নথি পেশ করা হইল । পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন ।

বাদী পক্ষের মামলাটি উঠাইয়া লইবার দাখিলী দরখাস্তের পোষকতায় হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মঞ্জুর আহম্মদ বাদীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত ও আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের ও রেকর্ডকৃত জবানবন্দী দৃস্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী তাহার মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আদালতে আইনগত কোন বাধা নাই মর্মে আদালত ও বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় আলোচনা ও পরামর্শক্রমে একমত পোষণ করেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

বাদীকে তাহার অত্র আই, আর, ও মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.**

Present : **Md, Abdus Samad**

Chairman.

Labour Court, Rajshahi.

Members :-1. Mr, Advocate Md. Motahar Hosaain for the Employers.

2. Mr. Md. Kamrul Hassan for the Labours.

**Date of delivery Of Judgement-2nd June/2005**

**I. R.O. Case No. 2/2004**

1. Monirul, S/O. Eltas Ali, Vill-Kallyanpur,

2. Ruhul (1), S/O, Late Arsed Mandal, Vill-Huzrapur,

Both P.O., P.S. & Dist. Chapai Nobabgonj,

Sramik, Nobabgonj Resham Bizagar.

3. Md. Nurul Haque, S/O. Late Pachu Mandal,

Vill, Vanukor.

4. Shafiqul Islam, S/O. Md, Chaharuddin Mandal,

Vill, Vanukor, P.O. & P.S. Bagha, Dist. Rajahahi,

Both Sramik, Mirgonj Resham Farm—Petitioners.

**Versus**

1. Bangladesh Resham Board for Chairman,

Bangladesh Resham Board, Regional Office,

Seroil, Rajshahi.

2. Secretary, Bangladesh Resham Board,

Regional Office, Rajshahi.

3. Farm Manager, Mirgonj Resham Bizagar,

Mirgonj, Rajshahi.

4. Farm Manager, Nawabgonj Resham Bizagar, Nawabgonj—Oppesite Parties.

**Representatives :—**

1. Mr. Kazi Sadrul Haque Sudha, Advocate for the Petitioners.

2. Mr. Saifur Rahman Khan (Rana), Advocate for the Opposite Parties.

**JUDGEMEENT**

This is an application U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 at the instance of the Petitioner Manirul, Ruhul (1), Md. Nural Haque and Shafiqul Islam with a prayer for directing the 0.Ps for appointment of the petitioners along with other casual (irregular) workers in the post of Contractual Security Guard under Farm Manager of Reshom Board, Rajshahi canceing the tender of contractual system of appointment of the Security Guards under the O,P Management.

The cases of the Petitioners are, in short, that the petitioners Monirul & Ruhul (1) are working as temporary workers under the Farm Manager of Chapai Nawabgonj Reshom Bizagar since 1997 and the Petitioners Md. Nurul Haque & Shafiqul Islam are also irregular workers under the Farm Manager of Mirgonj Reshom Bizagar since 1998 under Reshom Board, Rajashahi. That the petitioners are employed long time as irregular labours under different Farm Manager and they are also employed in the functions of the Security Guard of the Farm. That the petitioners are enlisted as labours of the Farm but they are intrusted to the functions with the Security Guard. As a result their appointment in the post of Security Guard is accrued as vested right. That the O.P. No.1 Chairman, Bangladesh Reshom Board, Rajshahi issued circular of tender on 9.9.03 for appointment of the Security Guards from outsiders and that the petitioners raised the demands and discussed the matter with the authority for appointment in the post of Contractual Security Guard under different Farm Manager of Reshom Bizagar, Nawabgonj, Mirgong, Ishwardi etc. But the O.P. Management did not pay any heed of it. That the petitioners issued justice demend notice on 3.10.03 in favour of the O.P. by their lawyer. But the O.P. Management gives no importency of it and executed illegal contract on 6.12.03 with the Managing Director, North Bengal Security Services, Rajshahi for supply of Security Guards for the O.Ps' Farm Manageres of Reshom Bizagar. That the tripartite meeting was held with the O.P. Management with the C.B.A. workers in presence of the local Parliament Members and that the petitioners have vested right for appointment in the post of contractual Security Guard under Farm Manager, Reshom Bizagar under Reshom Board Rsjshahi. Hence these

petitioners are compelled to file this case for appointment in the post of contractual Security Guard under Farm Manager of the Reshom Bizagar after canceling the tender of contractual system of appointment.

That the O.P. No.1—4 appeared and contested this case by filing a written statement denying the material allegations made in the petition, contending inter alia that the case is not maintainable in the present form, that the petitioners have on locus standi to file this case and that the petitioners have no guaranteed right to enforce in the Court of Law. That the petitioners have no relationship of employee and employers and that the petitioners are not entitied to get the relief as preyed for.

The case of the Opts, in short, is that the Farm Manager of different Reshom prokalpa—Nawabgonj , Mirgonj , Ishwardi Reshom Bizagar are conducted and controlled by the Bangladesh Reshom Board, Rajshahi and its Tut land, building, trees, ponds and immovable properties are maintained and secured by appointment of temporary masteroll workers. That the labour workers are paid at the rate of Tk. 75 on "no work no pay" daily basics. That the temporaty master roll workers are employed casually for security purpose but the theft, addiction to wine, gambling and fire took place in the Nawabgong Reshom Bizagar and the Manager of Mirgong Reshom Bizagar also unlawfully tortured by them and that caotic situation are prevailed in different Reshom Bizagar under O.P. No.1. It addition the Bangladesh Reshom Board as in cured financial loss for them. That the Planning Ministry of Bangladesh Govt, allotted and approved TK. 30 lac for the security services of Reshom prokalpa Rajshahi Zone for the years 2003-2004 and that the O.P. Management issued Tender for appointment of contractual Security Guard from the Security Scrvices Department and finally executed contract after Tender Notification with the North Bengal Security Scrvices Ltd., Padma Residential Area, Rajshahi at the monthly rate of TK, 1995 for Security Superviser and monthly TK. 1475 for Security Guard and that the executed rate is lesser then the daily basis of TK. 75 and that the Security Guard- retired Ansar, Police, B.D,R of North Bengal Security Scrvices Ltd, are trained personnels and the petitioners irregular workers are non-trained and not suitable for Security Scrvices. That the petitioners, claim for appointment in the post of contractual Security Guard are unlawful and have no legality of their demand for justice notice. That the petitioners have no lacus standi to enforce any guarrnteed rights for appointment in the post of contractual Security Guard . Hence, the Petitioners' claims U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 are liable to be rejected.

**POINTS AND DETERMINATION:—**

1. Whether the Petitioners' case U/S 34 of the Industrial Relations ordinance, 1969 is maintainable ?

2. Whether the Petitioners have any locus standi to enforce guaranteed rights to be appointed in the post of Security Guard under O.P. Authority ?

3. Whether the Petitioners are entitled to get the relief as prayed for ?

**FINDINGS AND DECISION:—**

**Issue Nos. 1 to 3**

Issue Nos. 1—3 are taken together for the sake of conveniences. There is no denial of the fact that the petitioners Monirul and Ruhul (1), Md. Nurul Haque and Shafiqul Islam are enlisted casual labour Workers ( temporary ) in the Nababgonj Reshom Bizagar and Mirgonj Reshom Farm respectively and that they have No writter appointment letter against their temporary dutics, Exbts, Ja, Ja (1), Jha, Jha (1) Hazira Khatas corroborate the admitted contention. It is admitted by P.w.1 Monirul in cross that he was daily basis worker at the rate of TK. 75, P.W. 2 Ruhul(1) also admits in cross that he was a Masterroll worker on daily basis-no work no pay. It is admitted by P.W. 3 Md. Nurul Haque in cross that he worked 15-16 days in a month at the rate of TK. 75. It is also admitted case by both the sides that the petitioners temporary labour workers have no monthly salary for their works and that they are paid TK. 75 daily on the basis of no work no pay. It is also the admitted case that the O.P. Bangladesh Reshom Board, Rajshahi issued tender for appointment of conteactual Security Guard on 9.9.03 for security service of the Reshom Farm and also executed contract with the North Bengal Security Services Ltd., padma Residential Area, Rajshahi on 6.12.03 at the monthly rate of TK. 1995 for Security Superviser and monthly rate of TK. 1475 for Security Guerd. Exbts ka.ka (1), ka (2) kha corroborate the above admitted contention. The petitioners Monirul and Ruhul (1), Nurul Haque and Shafiqul Islam filed this case U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 with a prayer for directing the O.Ps for appointment of the petitioners along with other casual (irregular) Workers in the post of contractual Security Guards under Farm Manager of Reshom Board, Rajshahi canceling the tender of contractual system of appointment of the

Security Guards under the O.P. Management. It is specific case of the petitioners that the petitioners along with other casual workers are entrusted with the functions of the Security Guards in the Reshom Farm, Nawabgonj and Mirgonj etc, and their additional Performances with the functions of the Security Guard have given rise the vested right to be appointed in the post of contractual Security Guard under the O. P. Management in different Farms and that the petitioners issued Justice demand notice on 3.10.03 in favour of the O.Ps by their lawyer but the Management paid no heed of it . The specific case of the O.Ps is that the Petitioners' claim for appointment in the post of contractual Security Guards are unlawful and that the petitioners have no locus standi to enforce any guaranteed right for appointment in the post of contractual Security Guardes.

To prove their respective cases both sides adduce oral and documentary evidences. From the evidences of P.W.1 Monirul P.W.2 Ruhul (1), P.W.3 Nurul Haque, P.W.4 Shafiqul Islam and their admission in cross examination it appears that the petitioners were irregular (temporary) Labour workers in different Reshom Bizagar and Farm under Bangladesh Reshom Board, Rajshahi having no written appointment Latter but they worked purely on daily basis-no work no pay basis at the rate of TK. 75. It is found from the admission of P.W.3 Nurul Haque in cross that he worked 15/16 days in a month TK. 75. It is found from the evidences from P.W.1 to P.W.4 and O.P.W.1 that the petitioners and other workers were Master Roll casual worker at the daily rate of TK. 75 and they were not temporary worker on monthly basis. It is frond from the admission of O.P.W. 1 Md. Julfikar Hider, Deputy Director, Reshom Prokalpa, Rajshahi in cross that the petitioners are temporary worker of the Farm and they worked additional function of the security Guard and that on the basis of complaint two petitioners Ruhul (1) and Monirul are cxcluded permanently from their duties and that the petitioners do not get wages as per National Mazuri Commission. Exbt.(ঙ) corroborates the above contention and Ext. Gha shows that the petitioner Ruhul (1) and others are excluded from their duties on the report of the Enquiry Commettee. From the evidences and admission of P.W.1 to 4, it appears that the petitioners have no contract with the O.P, Management to be appointed as Security Guard in future. P.W,1 Monirul, P.W.2 Ruhul (1), P.W.3 Nurul Haque also admit in cross that, "তাহারা অস্থায়ী সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে

বা নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে চাকুরী পেতে/অধিকার পাওয়ার জন্য মামলা করেছেন এবং আড়াই মাস থেকে বাদীদেরকে কোন কাজ করানো হচ্ছেনা, কাজ বন্দ করে দিয়েছে।" Thus from the above sincere admission in cross it appears that the petitioners are no longer in the service of Master Roll/casual workers on daily basis and thus have been excluded from the category of workers and that the petitioners have no security/armed training to be member of the watch and ward. Hence, it appears that the petitioners and others are not the listed Security Guards and they have no security/armed training and that they are the workers on periodical basis, not a continuous on throughout the month. That the petitioners challenge the Tender issued by the O.P Management and prayed for cancellation of contractual system of appointment of the Security Guard under the O.P. Management. But the petitioners are found simply Master Roll/Casual daily basis temporary workers and bearer enlistment was also been excluded near about $2\frac{1}{2}$ months and there form on legal guaranteed right accrued to them for appointment in the post of security Guard. As a result the petitioners have neither discus standi nor security training for the job of security guard as a guaranteed right. Even that the petitioners` enlistment as Master Roll/Casual worker daily basis have been ceased by the O.P. Management and that the petitioners claim to establish the right to be appointed in the post of Security Guard does not lawfully stand and that the petitioners` case U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 is not maintainable and that the petitioners are not entitled to get the relief as prayed for. In the circumstances, Issue Nos. 1 – 3 are decided against the petitioners after consultation with the Ld, Members of the Court. Finally the Court concludes that the petitioners are no entitled to get the relief as prayed for.

It is, accordingly,

**ORDERED**

That this I.R.O. Case be disallowed on contest against the O.p.Nos. 1 to 4 without costa.

**Md. Abdus Samad**

Chairman,

Labour Court, Rajshahi.

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

**উপস্থিত ঃ** মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, মামলা নং-১৪/২০০৫**

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

**বনাম**

১। মোঃ জাহেদুল হক, সভাপতি,

২। মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

জলঢাকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ রেজিঃ নং রাজ-১৫৭৭,

জলঢাকা থানা পরিষদ, জলঢাকা, নীলফামারী—**প্রতিপক্ষ।**

**প্রতিনিধি ঃ** ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

**আদেশ নং-১০, তাং-১৫-৬-০৫**

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ, কে, এ আতোয়া-এ রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড চূড়ান্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের উপস্থিতিতে প্রতিপক্ষ জলঢাকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। এখন সময় ১২.৩০ ঘটিকা। রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদিরও ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদির এক্সিবিট-১(ক), ১(ক)/১ ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে আনেন। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশর ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ জলঢাকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৭৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর

গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদী দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৯-৮-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৯-২-০১ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বে ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টান ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সূতারাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৮-৬-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১১২২ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং উক্ত স্মারক নং প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিও রক্ষিত আছে। সূতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০১ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নে আয়-ব্যায়ের রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ জলঢাকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ (রেজিঃ নং রাজ-১৫৭৭) নীলফামারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**আই, আর, ও, (আপিল) মামলা নং-১০/২০০১**

১। মোঃ আফাজ উদ্দিন, সভাপতি,

২। মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,

প্রস্তাবিত নওগাঁ জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, নওগাঁ—**আপীলেন্ট**।

**বনাম**

১। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**রেসপনডেন্ট**।

২। মোঃ রওশন জালাল, সভাপতি, প্রস্তাবিত নওগাঁ জেলা ট্রাক ও

ট্যাংকলরী পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, নওগাঁ—পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষ।

**প্রতিনিধি ঃ** ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষেও আইনজীবী।

**আদেশ নং-১৯, তাং-১৩-৬-০৫**

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। আপীলকারী পক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। প্রতিপক্ষের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য(১) জনাব এ, কে, এ আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুমাস কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আপীলকারী পক্ষ বিভিন্ন তারিখে গরহাজির রহিয়াছেন এবং তৎপক্ষে কোন তদ্বিরাদি নাই। আপীলকারী পক্ষকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ও প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবন করা হইল। আপীলকারী পক্ষ পূর্ববর্তী তারিখগুলিতে গরহাজির ছিল এবং অদ্যও হাজির নাই বিধায় আপীলকারী পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে মর্মে অনুমিত হয় এবং তৎকারণে আপীলকারী পক্ষের গাফেলতি ও তদ্বিরাদির অভাবে আপীল মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মামলাটি আপীলকারী পক্ষের গাফেলতি ও তদ্বিরাদির অভাবে বিনা খরচায় খারিজ (dismissed for default) হয়।

**মোঃ আবদুস সামাদ**

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

**In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.**

**Present :- Md. Abdus Samad**

Chairman,

Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employer
2. Mr. Md. Kamrul Hassan for the Labours.

**Date of delivery of Judgment 16th April/2005**

**I.R.O. (Appeal) Case No. 56/2004**

1. Awal, President,

2. Babul, General Secretary,
Proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity,
Chairman Market (2nd Floor),
Thakurgaon Road, P.O., P.S. & Dist. Thakurgaon :.... **Appellants.**

**Versus**

Registrar of Trade Union, Rajshai Division,
Sram Bhaban, Greater Road, Rajshahi .....**Respondent.**

**Representatives :-**
1. Mr. Saifur Rahman Khan (Rana), Advocate for the Appellants.
2. Mr. Md. Shamsul Alam, Representative for the Respondent.

**JUDGMENT**

This I.R.O.(Appeal) case is instituted against the order of rejection of registration of the Proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity, Chairman Market (2nd Floor), Thakurgaon Road, Thakurgaon on 27.11.2004 by the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for getting order directing the respondent for registration of the appellant . Thakurgaon zilla misuk malik Samity as a trade union.

The case of the appellants is that the appellant No. 1 Md. Awal is the president and the appellant No. 2 Babul is the General Secretary of the proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity, Thakurgaon and that the

51 Misuk Owners and Maliks Within the jurisdiction of Thakurgoan district with a view to protect their rights and to maintain their unity and brotherhood and also to maintain their cordial relationship among themselves, they decided to organize their association under the name "Thakurgaon Zilla misuk malick Samity"and accordingly they held a first general meeting on 01.08.2004 and that they decided to frame a constitution of the Samity. Thereafter the Second general meeting of the Samity was held on 15.08.04 wherein the members elected the office bearers for the Samity and adapted the constitution and that the president and the General Secretary of the Samity are delegated powers to apply to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for Registration of the Samity. Afterwards the appellant Nos. 1 & 2 submitted an application (B-Form) along with the connected papers to the office of the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on 25.10.04 for Registration of the samity. The further case of the appellants is that the Registrar of Trade Union, Rajshahi under memo No. RTU/Raj/ Pro:/ 04/2098 dated 3.11.04 vide Exbt. (K2) raised 4 point objections and directed the appellants to refile the application for registration after removing the defects stated there in. Latter on the appellants after removing the defects submitted an application for registration to the registrar of trade Union, Rajshahi on 22.11.04 vide Exbt.-(k3), but instead of the issuance of registration of the proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malick Samity, the Registrar of trade Union, Rajshahi rejected the application for registration under memo No. 2170 dated 27.11.04 vide Exbt.(k4) under the provision of section 8(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969. Hence, the appellants preferred this appeal for setting a side the rejection order and to direct the respondent for registration of the appellant Thakurgaon Zilla misuk malick Samity.

The Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on receipt of notice appeared and filed written statement and contested this appeal denying material allegations contending inter alia that the commited on illegality by the impugned order of rejection of registration. His specific case is that the appellants failed to submit proper information and documents in connection with four points objections raised on 3.11.04 by memo No. 2098. That the appellants failed to produce the membership Register, Notice Book and the Resolution with the signature of the malick members of the first and second general meeting of the proposed Samity. That the certificate issued by the B.R.T. A. does not

show the actual number of misuk and Auto Rikshaw Seperately which was not proper in accordance with the provision of law. That the documents filed by the appellants-petitioners are defective and not in accordance with the provision of law. Hence, the application of registration of the proposed Thakurgaon Zilla misuk malick Samity was not lawful and that the impugned rejection order of registration is liable to be upheld.

**POINT FOR DETERMINATION :-**

1. Whether the appellant-petitioners are entitled to get an order directing the Respondent-Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rejshahi to register the proposed Thakurgaon Zilla misuk malick Samity, Thakurgaon as trade Union ?

**FINDINGS AND DICISION :-**

Heard the Ld. Lawyer of the Appellants and the representative for the Respondant Registrar of Trade Union, Rajshahi in details and perused the memo of Appeal, written statement and papers on record for the appellants exhibits as 1, 2, 2(ka), 3, 3(ka), 4 to 7 and the papers filed on behalf of the respondent marked as Exbts. Ka, Ka (1)-K(11)/1-ka(11)/55, kha, kha(1), Ga & Gha. Admittedly the appellant president Awal and the General Secretary Babul had applied by Exbt.-ka(1) to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for registration of the proposed Thakurgaon Zilla misuk malik Samity on 25.10.04 as a trade Union. There is no denial of the fact that the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi instructed the appellant-petitioners on 3.11.04 with memo No. 2098 vide Exbt. ka(2) to supply and amend the four point defects in the application (B Form) for registration of the proposed trade union. On careful scrutiny it reveals that on getting the aforementioned letter Exbt. ka (2) the appellants-petitioners filed the correction petition dated 22.11.04 vide Exbt. ka(3) which is marked in the office of the O.P.as diary No. 3884. wherein we find that the appellant-petitioners have already corrected the objections and filed the documents in the office of the Registrar of Trade Union. After receipt of Exbt. ka(3) on 22.11.04, the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi rejected the prayer of the appellant –petitioners by exbt. Ka (4) stating that the documents enclosed with the correction petition are not proper and adequate. At the time of arguments the Ld. Representative of the Respondent Registrar of trade Union, Rajshahi added that the name of the Samity and the name of the

transport vehicle have no similarity and the certificate issued by the B.R.T.A. vide Exbt. ka (5) does not show the actual number of misuk and the number of Auto-rikshaw and that the Registrar of Trade Union failed to issue registration for the dis-similarity of documents. and that the Auto Rikshaw has no similarity with misuk. That the Ld. Lawyer of the appellant side opposed the submission of the O.P.'S Representative and added that they have properly and lawfully removed the four point objections and have filed required documents for registration and also added that the certificate of the Registering Authority and the licence will show that the Auto-Rickshaw and the misuk fall within the same category of transport. On careful scrutiny of the domements filed by the appellants as well as by the O.P. side, the Court finds that the Registering Authority B.R.T.A.found in the registration certificate (licence) that the nature of Transport as Auto-Rickshaw and its body as misuk and also that from certificate Exbt. ka (5) issued by B.R.T, A it appears that B.R.T, A. found simlarty an/ malgamated the Auto-Rickshaw and misuk as same class, and bother 3 Wheelers.

In the circumstances the submission of the Ld. Representative of the O.P. side that auto-rickshaw and the misuk has no similarity does not stand at all. It appears from Exbt. ka(6) and ka(7) 51 misuk maliks were present in the first general meeting on 1.8.04 and in the 2nd general meeting on 15.8.04 and that from Exbt. Ka (9) (p form) the list of 56 misuk Maiik-members are found and their registration numbers and Establishments and address are cited therein and that Exbt. Ka(8) (N form) shows that 8 members executive committee also lawfuely formed which is found well within the provision of section 5(1) of the Industrial Relation Rules and Exbt. Ka (10) is the constitution of the proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity and that Exbt. Ka (11)/1–Ka (11)/56 (Fifty six ) Forms were properly filed in the office of the O.P. for inspection and that no objections raised against the constitution and 56 "D" Forms of the proposed trade union. That the Resolution Register Exbt. kha, Notice Book Exbt.-Ga and the membership Register Exbt.-Gha are also filed in connection with the objection in the office of the O.P. which one maintained properly. In this connection the Ld. Lawyer of the appellant-petitioners added that they have fulfilled all legal requirements for registration of the proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity and are entitled to get registration of the proposed trade union as par law. In this connection the Court holds that the Ld. Representative of the Respondent side failed to establish his grounds and objections stated in the

rejection petition. In this connection the Court found that the Auto-Rickshaw and the Misuk fall within the same category and both are three wheelers and that the Registering Authority B.R.T.A. found the two as same class in his certificate (Exbt.ka)(5) and hence the submission of the Ld. Representative of the O.P.does not stand. Factually the sub-section xxvi of section 2 of I.R.O. 1969 defines "Trade Union as any combination of workmen or employers formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or workmen and workmen or employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and includes a federation of two or more trade unions" So, appellants' proposed Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity Undoubtedly falls under the category of trade union and the Malik members of Misuk transport belongs to the same class and there is no bar as to the minimum number of transport vehicles for registration of Malik Samity.

In the circumstances and facts stated above the Court is in the opinion that the appellant-petitioners Malik Samity can be granted registration as a trade union and that the appellants are entitled to get the relief as prayed for.

The Ld. Members are consulted and their counsel considered.

Hence, it is accordingry,

**ORDERED**

That the appeal be allowed on contest against the Respondent without costs. The Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi is directed for registration of Thakurgaon Zilla Misuk Malik Samity, Thakurgon as a Trade Union.

**Md. Abdus Samad**

Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-১১/২০০৪

১। মোঃ নুরুল ইসলাম, পিতা মৃত লছির সেখ, লেবার সর্দার,দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদাম, বগুড়া।
২। মোঃ আফছার আলী, পিতা মোঃ মফিজউদ্দিন সর্দার, লেবার ঐ
৩। মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা মোঃ হোসেন শাহ, লেবার ঐ
৪। মোঃ রেজানুর রহমান, পিতা- মোঃ আলাউদ্দিন প্রাং, লেবার ঐ
৫। মোঃ জাহেদুল ইসলাম, পিতা মোঃ আফছার আলী, লেবার ঐ
৬। মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, পিতা মোঃ হবিবর রহমান প্রাং, লেবার ঐ
৭। মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা মোঃ নওজেস সাকিদার, লেবার ঐ
৮। মোঃ ওমর আলী, পিতা মোঃ হবিবর রহমান প্রাং, লেবার ঐ
৯। মোঃ সোরাব হোসেন, পিতা মোঃ আছির উদ্দিন সেখ, লেবার ঐ
১০। মোঃ আব্দুস সাত্তার, পিতা মৃত বাঁটু প্লাং, লেবার ----- ঐ

দরখাস্তকারীগণ।

বনাম

১। সৈয়দ জাকির হোসেন, প্রোঃ সৈয়দ জাকির হোসেন, পিতা মৃত শাহজাহান আলী, শ্রম ও চালনা হ্যান্ডলিং ঠিকাদার, দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদাম, দুপচাঁচিয়া, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, থানা দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া।
৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদাম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

—প্রতি পক্ষগণ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং- ১১, তাং- ২২-৬-০৫

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। রেজিস্ট্রী নোটিশ জারী অন্তে এডি ফেরত আসিয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। তলবী সাক্ষী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং যাতায়াত খরচা বাবদ কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ৫০ টাকা বুঝিয়া পাইয়া রশিদ দাখিল করিয়াছেন। নথি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরজি সংশোধনের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

আরজি সংশোধনের দরখাস্ত সংক্রান্ত বাদীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবন করা হইল। সংশোধনী দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল। প্রার্থীর মতে আরজি সংশোধন করা হউক। রেকর্ড একতরফা সূত্রে বক্রী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-২ এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান, ও, সি, এল, এস, ডি, দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদাম এর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয়। এই সাক্ষী দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-২, ৩ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর এক্সিবিট-৩/১ হিসাবে প্রমাণে আনেন ।

রেকর্ড সাক্ষীদের জবানবন্দী ও এক্সিবিটকৃত কাগজাদি দৃষ্টে আদেশের জন্য লওয়া হইল। পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ আফসার আলী ২ নং দরখাস্তকারী ও পি, ডাব্লিউ- ২ এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদামের ও, সি, এল, এস, ডি, এর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আরজি ও এক্সিবিটকৃত ১, ২, ৩, ও ৪ কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বাদীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবন করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য, রেকর্ডকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দী ও আরজি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১—১০ নং বাদী-শ্রমিকগণ ১ নং প্রতিপক্ষ সৈয়দ জাকির হোসেন ঠিকাদারের অধীনে এক্সিবিট-১ ২৩-৮-০৩ ইং তারিখের সম্পাদিত চুক্তি পত্রের মাধ্যমে ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রনাধীনে দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদামে শ্রম ও চালনা হ্যান্ডলিং (মালামাল উঠানামার) কাজ সম্পাদন করেন এবং ঠিকাদারের অধীনে সর্বমোট ৬৩,৪৭,৮৭২ মেট্রিক টন কাজ করেন এবং সর্বমোট পাওনা ৯৫,২১৮˙০৭ টাকার মধ্যে ২৭,০০০ টাকা পেয়েছেন এবং বক্রী পাওনা দাবী করেছেন ৬৮,২১৮˙০৭ টাকা এবং তৎমর্মে পি, ডাব্লিউ,-১ মোঃ আফসার আলী ২ নং দরখাস্তকারী এবং পি, ডাব্লিউ-২ এ, কে, এম আসাদুজ্জামান, ও, সি, এল, এস, ডি, দপচাঁচিয়া খাদ্য গুদাম করোবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং এক্সিবিটকৃত কাগজাদি প্রমাণে এনেছেন। সুতরাং একতরফা সূত্রে রেকর্ডকৃত সাক্ষী ও এক্সিবিটকৃত কাগজাদি দৃষ্টে বাদীগণের সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বক্রী পাওনা টাকার পরিমান দাঁড়ায় ৬৮,২১৮˙০৭ টাকা। ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষগনের দাখিলী জবাব দৃষ্টে এবং রেকর্ডকৃত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-২ এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান, দুপচাঁচিয়া খাদ্য গুদামের ও, সি, এল, এস, ডি, এর সাক্ষ্য দৃষ্টে বাদীগনের দাবী একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হওয়ায় বাদীগণ ৬৮,২১৮˙০৭ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মনঞ্জুর (allowed) হয়। বাদীগণের মঞ্জুরী পাওনা বাবদ ৬৮,২১৮˙০৭ (আটষট্টি হাজার দুইশত আঠার টাকা সাত পয়সা) ১ নং প্রতিপক্ষ সৈয়দ জাকির হোসেন ঠিকাদারকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদীগণের পাওনা বাবদ ৬৮,২১৮˙০৭ টাকা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বাদীগণ মঞ্জুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (৫) ধারা মোতাবেক উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

**মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মঞ্জুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ২১ শে মে/২০০৫
পি, ডাব্লিউ, মামলা নং- ০৮/২০০৩

সৈয়দ মোহাম্মদ নুর, পিতা মরহুম মকছুদ আলী,
সাং টিকাপাড়া, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, উত্তরা ব্যাংক ভবন, (১৪তম তলা), ৯০-৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

২। এম, এ, আলী ভূইয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ, প্রধান কার্য্যালয়, উত্তরা ব্যাংক ভবন (১৪তম তলা), ৯০-৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৩। চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ, প্রধান কার্যালয়, উত্তরা ব্যাংক ভবন-(১৪তম তলা), ৯০-৯১, মিতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।.....প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে দরখাস্তকারীর অপরিশোধিত এক মাসের নোটিশ পে, উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি (ক্ষতিপূরণ), প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনা অংশ, অর্জিত ছুটি ও মেডিক্যাল ছুটির পাওনা বাবদ সর্বমোট ৮৭,৮২৯.৪৭ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ মনিচত্বর এলাকা, সাহেব বাজার শাখায় ২০-৩-৯৩ ইং তারিখের টাইপিস্ট পদে সর্বসাকুল্যে ২০৫০ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করা কালে ২নং প্রতিপক্ষের স্মারক নং-সি, আই, সি,/এইচ, ও/এডি,এম,এন/১৪৮৬/২০০০ তারিখ, ১৮-১২-২০০০ মাধ্যমে মাসিক মূল বেতন ২৯৭০ টাকা,

বাড়ী ভাড়া ১৪৮৫ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৩০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৩০০ টাকা সর্বমোট ৫,২৫৫ টাকা বেতন নির্ধারনপূর্বক দরখাকারীকে ১-১-০১ ইং তারিখ হইতে বেতন প্রদান করেন এবং উক্তরূপভাবে চাকুরী করাকালীন ১২-২-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-সি,আই,

সি/এইচ,ও/এডিএম,এন/১৩৬/২০০১ মূলে প্রতিপক্ষ কোম্পানীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ায় দরখাস্তকারীকে ১৫-২-২০০১ ইং তারিখ থেকে টার্মিনেশন আদেশ করিয়া দরখাস্তকারীকে শুধুমাত্র ৩ মাসের নোটিশ পে প্রদান করিলেও দরখাস্তকারী আইন মোতাবেক আরও এক মাসের মূল বেতন ২৯৭০ টাকার সমপরিমাণ পে পাইবার হকদার রহিয়াছে। দরখাস্তকারীকে ১৫-২-০১ ইং তারিখ থেকে টার্মিনেশনের আদেশ থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার ইনচার্জ ২০-২-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-সি,আই, সি/রাজ/০১/৩৮/২০০১ মূলে কোম্পানীর জরুরী কাজ উঠাইবার জন্য দরখাস্তকারীর চাকুরী আরও এক মাস বর্ধিত করার জন্য ২ নং প্রতিপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করেন এবং দরখাস্তকারীকে ১৫-২-০১ ইং তারিখ হইতে চাকুরী থেকে রিলিজ না করিয়া তাহাকে ১৬-৩-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে রাখেন এবং তৎ মোতাবেক ১৬-৩-০১ ইং তারিখ চাকুরী করিয়া শাখা অফিসের বকেয়া ও জরুরী কাজ সম্পাদন করিলেও দরখাস্তকারীকে ১৬-৩-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত এক মাসের মাসিক বেতন, ভাতাদি প্রদান করেন নাই এবং দরখাস্তকারী ১৬-০৩-০১ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করাকালে ০৬-৩-০১ ইং তারিখে ঈদুল আযহা পালিত হওয়ায় ঈদ বোনাস মূল বেতনের সমপরিমাণ ২৯৭০ টাকা আদায় পাইবার হকদার। তাছাড়াও দরখাস্তকারী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী সার্ভিস রুলস মোতাবেক চাকুরী থেকে টারমিনেশন হইলে প্রতি বৎসরের চাকুরীর জন্য ২(দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ গ্র্যাচুইটি (ক্ষতিপূরণ) পাইতে অধিকারী হইতেছেন। দরখাস্তকারী ২০-০৩-৯৩ হইতে ১৬-০৩-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৮ বৎসর চাকুরীকালের জন্য ১৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ৪৭৫২০ টাকা গ্র্যাচুইটি/ক্ষতিপূরণ/আদায় পাইবার হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডে দেয় চাঁদার পরিমাণ ১৪,২৬৪˙৪৭ টাকা কোম্পানীর দেয় অংশের পরিমাণ দাড়ায় ১৪,২৬৪˙৪৭ টাকা কিন্তু প্রতিপক্ষ কোম্পানী দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত চাঁদার সমপরিমাণ ১৪,২৬৪˙৪৭ টাকা প্রদান করিলেও কোম্পানীর দেয় অংশের টাকা প্রদান করেন নাই যাহা আইনতঃ আদায় পাইবার হকদার। তাছাড়াও দরখাস্তকারী অর্জিত ছুটি পাওনা বাবদ নগদীকরন এবং মেডিক্যাল ছুটির পাওনা বাবদ মোট ১১,৮৮০/- টাকা আদায় পাইবার হকদার। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অফিসে ৮ বৎসর সফলতার সহিত চাকুরী করিয়াছেন এবং তাহাকে টার্মিনেট করা সত্ত্বেও দরখাস্তকারীর পাওনাদি অদ্যতম পরিশোধ করেন নাই। দরখাস্তকারীর অত্র আদালতের এলাকাধীন ১৫-০২-০১ ইং তারিখ থেকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করার তারিখ এবং ১৪-১২-০২ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর পাওনাদি পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিবার তারিখ হইতে মামলার কারন উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং দরখাস্ত কারীর সর্বসাকূল্যে পাওনা বাবদ ৮৭৮২৯˙৪৭ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে অত্র মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১/২ নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে এবং মামলাটি তামাদি দোষে বারিত।

১/২ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে গত ৭-৩-৯৩ ইং তারিখের সি, আই, সি/এইচ, ও/এডিএম, এন-১৫৯(৯)/৯৩ নং স্মারকে প্রদত্ত নিয়োগ পত্রের শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তন্মূলে দরখাস্তকারী ২০-৩-৯৩ ইং তারিখে কোম্পানীর চাকুরীতে যোগদান করিয়া চাকুরী করিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ কোম্পানীর নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীগণের চাকুরী নিয়ন্ত্রনের জন্য ১৯৯৪ সালে " দি সার্ভিস রুলস ১৯৯৪" প্রণীত হয় এবং তন্মূলে

দরখাস্তকারীসহ কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরী কোম্পানীর উক্ত নিজস্ব সার্ভিস রুলস ও কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের সিদ্ধান্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। দরখাস্তকারী উক্তরূপে চাকুরী করাকালে প্রতিপক্ষ গত ১২-২-২০০১ ইং তারিখের সি, আই, সি/এইচ,ও/এডি এম এন-১৩৬/২০০১ নং স্মারকমূলে ১৫-২-০১ ইং তারিখ হইতে দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত (টার্মিনেশন) করেন এবং দরখাস্তকারীকে কোম্পানীর চাকুরী বিধি অনুযায়ী ৩ (তিন) মাসের নোটিশ পে প্রদান করেন। অতঃপর দরখাস্তকারী তাহার চাকুরী সংক্রান্ত সুবিধাদি পাইবার জন্য গত ইং ১১-১০-০১ তারিখে আবেদন করিলে কোম্পানীর চাকুরী বিধি মতে দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডে কোম্পানীর দেয় টাকা পাইতে হকদার নহেন এবং গ্র্যাচুয়িটি রুলস, অদ্যতক কোম্পানীর বোর্ড কতৃক অনুমোদিত না হওয়ায় দরখাস্তকারী কোন গ্রাচুয়িটি পাইবার হকদার নহেন মর্মে গত ১৬-১০-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-সি, আই, সি/এইচ ও/এডি এম এন-১৫০৮/০১ মূলে যথারীতি উত্তর প্রদান করা হয়। দরখাস্ত কারীকে তাহার চাকুরী টার্মিনেশনের জন্য ৩(তিন) মাসের নোটিশ পে ও প্রভিডেন্ট ফান্ডে তাহার জমাকৃত ১৪২৬৪·৪৭ টাকা চেক মারফত প্রদান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী তাহার পাওনাদি কোম্পানীর চাকুরী বিধি অনুযায়ী বুঝিয়া পাইবার পর অহেতুক মিথ্যা ও অলিক দাবী উত্থাপনে অ-আইনানুগ পাওনার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। কোম্পানীর নিজস্ব চাকুরী বিধিতে ছুটি নগদীকরনের কোন বিধান নাই এবং গ্র্যাচুইটি রুলস্ বোর্ড কর্তৃক অদ্যতক অনুমোদিত হয় নাই জন্য দরখাস্তকারীর উক্তরূপ দাবী গ্রহণযোগ্য নহে। কোম্পানীর প্রভিডেন্ট ফান্ড রুলস্ অনুযায়ী দরখাস্ত কারীর সদস্যভূক্তির মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ না হওয়ায় তিনি উক্ত খাতে কোম্পানীর কোন প্রদেয় প্রাপ্য পাইতে হকদার নহেন। তাছাড়াও দরখাস্তকারীর দাবীসমূহ মজুরী পরিশোধ আইনের মজুরীর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে জন্য দরখাস্তকারীর মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনে রক্ষণীয় নহে এবং দরখাস্তকারীর মামলা সরাসরি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ—

১। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্র আকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি ?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কিনা ?

৩। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর কি প্রার্থীত মতে ৮৭,৮২৯·৪৭ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ইস্যু নং-২

মামলার তামাদি ইস্যুটির উপর যুক্তিতর্ক পেশকালে কোন পক্ষ হইতেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় নাই। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ এর অধীনে রাজশাহী শাখায় টাইপিষ্ট পদে চাকুরীরত ছিলেন এবং গত ১২-২-০১ ইং তারিখের ১৩৬/০১ স্মারক (এক্সিবিট-২) মূলে ১৫-২-০১ ইং তারিখ সারপ্লাসজনিত কারনে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করেন এবং প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট পাওনা সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও দেনদরবার করিয়া ব্যর্থ হইয়া পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বগুড়ার নিকট এক্সিবিট-৫

সিরিজ মূলে পত্র বিনিময় এবং ৯-৩-০১ ইং তারিখের পত্র এক্সিবিট ১ সিরিজ মূলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শে ব্যর্থ হইয়া ৬ মাসের মধ্যে গত ১৫-৯-০৩ ইং তারিখে মামলাটি দায়ের করেন এবং টারমিনেশন আদেশ থেকে তামাদিকাল সময় ১৫-৯-০৩ ইং তারিখে আবেদন করিলে দোতরফা শুনানী অন্তে ১০-২-০৪ ইং তারিখের ৮ নং আদেশবলে আদালত কর্তৃক তামাদি খন্ডিত হইয়াছে। সুতরাং তামাদি ইস্যুটি দরখাস্তকারীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**ইস্যু নং ১ ও ৩**

১ ও ৩ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৪(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে দরখাস্তকারীর অপরিশোধিত এক মাসের নোটিশ পে, উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি (ক্ষতিপূরণ), প্রভিডেন্ট ফান্ডের/কোম্পানীর দেয় অংশ, অর্জিত ছুটি ও মেডিক্যাল ছুটির পাওনা বাবদ সর্বমোট ৮৭,৮২৯'৪৭ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে। মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ সৈয়দ মোহাম্মদ নুর দরখাস্তকারী স্বয়ং মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর দাখিলিক সাক্ষী এক্সিবিট-১—৫,৫(ক)-৫(গ),৬-৯, ৯(ক) ও ১০ হিসাবে প্রমাণে এসেছে। প্রতিপক্ষে ও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুর রউফ গোমস্তা, প্রতিপক্ষ/সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা এর ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক (১), খ, গ, গ(১), গ(২), ঘ-ছ, ছ(১)-ছ(৩), জ, জ(১), ঝ, ঞ দাখিলিক সাক্ষী হিসাবে প্রমাণে এসেছে। স্বীকৃতি মতেই দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোং লিমিটেডে টাইপিষ্ট হিসাবে রাজশাহী শাখায় ২০-৩-৯৩ হইতে ১৫-২-২০০১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং স্বীকৃত মতেই ১৫-২-০১ ইং তারিখ থেকে সারপ্লাসজনিত কারনে টার্মিনেশন আদেশপ্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ ও ২ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-খ মূলে সমর্থিত। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর টাইপিষ্ট পদে যোগদানের সময় চাকুরীর মূল বেতন ছিল ১,৪০০ টাকা (দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ ও প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক দ্বারা সমর্থিত) এবং দরখাস্তকারীর চাকুরী করাকালীন বেতন স্কেল বৃদ্ধিজনিত কারনে ১-৬-২০০০ ইং তারিখে মূল বেতন দাঁড়ায় ২,৯৭০ টাকা এবং সর্বসাকুল্যে ১-৯-০১ ইং তারিখ হইতে বেতন দাঁড়ায় ৫,২৫৫ টাকা (দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-৮, স্মারক নং-১৪৮৬/২০০০ তাং- ১৮-১২-২০০০ মূলে সমর্থিত)। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর টাইপিস্ট হিসাবে সারপ্লাসজনিত কারনে ট্রার্মিনেশন আদেশ ১৫-২-২০০১ ইং তারিখ হইতে এক্সিবিট-২ মূলে কার্যকরী হয়। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর সুনির্দিষ্টভাবে দাবী করেন যে, প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, রাজশাহীর শাখার শাখা ম্যানেজার কর্তৃক তাহাকে এক মাস বৃদ্ধি করিয়া ১৬-৩-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করান এবং অফিসের কার্যাদি সম্পাদন করানো সত্ত্বেও ঐ এক মাসের বেতন ভাতাদিসহ ৬-৩-০১ ইং তারিখ ঈদুল আযহার ঈদ বোনাস মূল

বেতনের সমপরিমাণ ২,৯৭০ টাকা দরখাস্তকারীকে প্রদান করেন নাই। দরখাস্তকারী এক মাসের বেতন, ঈদ বোনাস, ছাটাইজনিত নোটিশ পে বাবদ ৪ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা, গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোম্পানীয় দেয় অংশ, অর্জিত ছুটি ও মেডিক্যাল ছুটির পাওনা বাবদ সর্বমোট ৮৭,৮২৯'৪৭ টাকা আদায়ের আদেশ চেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ রাজশাহী শাখায় চাকুরী থেকে দরখাস্তকারী ১৫-২-০১ ইং তারিখ থেকে ট্রার্মিনেশন আদেশপ্রাপ্ত হন এবং কোম্পানীর চাকুরী বিধান অনুযায়ী ৩ মাসের নোটিশ পে ও চাকুরী সংক্রান্ত সুবিধাদি-প্রভিডেন্ট ফান্ডের দরখাস্তকারীর দেয় অংশ পরিশোধিত হইয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোম্পানীর দেয় অংশের টাকা দরখাস্তকারী চাকুরী বিধি মতে পাইবার হকদার নহেন এবং দরখাস্তকারীর দাবী মতে গ্র্যাচুয়িটি রুল্‌স, কোম্পানীর বোর্ড অনুমোদিত না হওয়ায় পাইবার হকদার নহেন। দরখাস্তকারীকে নোটিশ পে ও প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমাকৃত টাকা চেক মাধ্যমে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক এর দরখাস্ত কারীকে এক মাসের জন্য কাজ করাইবার বা নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না এবং দরখাস্তকারী চাকুরীতে না থাকায় এক মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস পাইবার হকদার নহেন। গ্র্যাচুয়িটি রুলস বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় এবং ছুটি নগদী করনের বিধান না থাকায় দরখাস্তকারীর দাবী গ্রহণযোগ্য নহে এবং মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় দরখাস্তকারী প্রতিকার পাইবেন না। পি, ডাব্লিউ-১ সৈয়দ মোহাম্মদ নুর দরখাস্তকারী স্বয়ং জেরায় স্বীকার করেছেন যে, প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর নিয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ঢাকায় এবং কর্মচারী সারপ্লাস হওয়ায় তাহাকে ১৫-২-০১ ইং তারিখ থেকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করেন এবং ১৭-২-০১ ইং তারিখে রাজশাহী শাখা অফিসটি ক্লোজড ডাউন হয়। পি, ডাব্লিউ-১ সৈয়দ মোহাম্মদ নুর জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, শাখা ম্যানেজার কর্তৃক দরখাস্তকারীর এক মাসের বেতন প্রদানের জন্য প্রেরীত সুপারিশ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিয়া পাঠান নাই। ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুর রউফ গোমস্তা প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জেরায় অকপটে স্বীকার করেন যে, দরখাস্তকারীর ১২-৩-০১ ও ১৬-৩-০১ ইং তারিখে শাখা ম্যানেজারের প্রেরিত চিঠি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর না মঞ্জুর করেছেন। দরখাস্তকারী স্বেচ্ছায় রিজাইন করে নাই বা অবসর করে নাই। দরখাস্ত কারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের কন্ট্রিবিউটরী ছিল। উভয় পক্ষের স্বাক্ষীর স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর টাইপিষ্ট হিসাবে ১৫-২-০১ ইং তারিখ থেকে সারপ্লাসজনিত কারনে টার্মিনেশন আদেশ কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী দাবীকৃত ১৬-০৩-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত এক মাস সময়ের চাকুরীকাল প্রতিপক্ষের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। সংশ্লিষ্ট শাখা ম্যানেজার কর্তৃক দরখাস্তকারীকে অতিরিক্ত এক মাস সময় চাকুরী করানোর এখতিয়ার নাই। প্রতিপক্ষের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অননুমোদিতভাবে ১৬-০৩-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত এক মাসের দাবীকৃত বেতন, ভাতাদি দরখাস্তকারী আইনতঃ পাইবার হকদার নহেন এবং অতিরিক্ত বর্ধিত এক মাস সময়ের মধ্যে ঈদ বোনাস হওয়ায় ঈদ ও বোনাসের দাবীকৃত ২৯৭০ টাকাও

দরখাস্তকারী আইনতঃ আদায় পাইবার হকদার নহেন। স্বীকৃত মতই প্রতিপক্ষের রাজশাহী শাখার ম্যানেজারের সুপারিশকৃত চিঠি প্রতিপক্ষের নিয়োগকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নাচক হইয়াছে এবং অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত এক মাসের বেতন ভাতাদিও উক্ত সময়ের মধ্যে এক মাসের ঈদ বোনাস বাবদ ২৯৭০ টাকা দরখাস্তকারী আদায় পাইবার হকদার নহেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর টাইপিষ্ট হিসেবে প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ, রাজশাহী শাখায় ২০-০৩-৯৩ হইতে ১৫-০২-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৮ বৎসর কালতক চাকুরী করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর সর্বশেষ মূল বেতন ছিল ২৯৭০ টাকা এবং দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর সারপ্লাসজনিত কারনে চাকুরী হতে টার্মিনেট হওয়ায় স্বীকৃত মতেই ৩ মাসের নোটিশ পে বাবদ টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিজস্ব প্রদেয় ১৪২৬৪.৬৭ টাকা চেকমূলে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত হইয়াছে। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর প্রতিপক্ষ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১৪২৬৪.৬৭ টাকা দাবী করিয়াছেন। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, প্রতিপক্ষ কোম্পানী নিজ স্বার্থে কোম্পানীর সারপ্লাসজনিত কারণে দরখাস্তকারীকে টার্মিনেশন আদেশ দিয়াছেন। দরখাস্তকারী চাকুরী থেকে নিজ দোষের কারণে টার্মিনেট হন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কোম্পানীর সার্ভিস রুলস্ ১৯৯৪ এর ৪.৩৭ ধারার আওতায় retrenchment due to redundancy কারনে চাকুরীচ্যুত হইয়াছে বিধায় প্রভিডেন্ট ফান্ড রুলস্ এর ২১(এ) ধারা মতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ, ইস্তফা ও দোষে চাকুরীচ্যুত না হওয়ায় ২১(এ) রুল টি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ১৯৯৬ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড রুলস্ এর ২১(ডি) ধারা মতে কোম্পানীর দেয় অংশ দরখাস্তকারী পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ২১(ডি) রুলসে উল্লেখ আছে যে, any member who shall cease to be employed by the company by reason only of reduction or reorganization of staff or establishment and not through any fault of such member (of which the company shall be the sole judge) of being incapacitated future employment with the company provided always that such incapacity was not caused by the act or negligence of such member and who is certified so to be by a medical officer nominated by the trustees, and who has been in the service of the company for not less then one year, shall be entitied on termination of his or her services with the company to receive from the fund the amount of his or her own subscription and interest credited thereon, in addition thereto, except as otherwise provided in these Rules, the amount of the Company's contribution and interest thereon." সুতরাং দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর প্রভিডেন্ট ফান্ড রুলস এর ২১(ডি) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষের স্বার্থে কোম্পানীর সার্ভিস রুলস এর ৪.৩৭ ধারা মোতাবেক retrenchment due to redundancy হওয়ায় দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কোম্পানীর প্রদেয় অংশ বাবদ ১৪,২৬৪.৬৭ টাকা আদায় পাইবার হকদার হইতেছেন। প্রাপ্ত

সাক্ষ্য থেকে এবং স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর টাইপিষ্ট প্রায় ৮ বৎসর চাকুরী করিয়া প্রতিপক্ষ কোম্পানীর স্বার্থে সারপ্লাস জনিত কারনে চাকুরী থেকে ১৫-২-০১ ইং তারিখে টার্মিনেট হইয়াছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ কোম্পানীর সার্ভিস রুলস ও গ্র্যাচুয়িটি রুলস মোতাবেক দরখাস্ত কারীর ৮ বৎসর চাকুরীর জন্য ১৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থাৎ মূল বেতন (১৯৭০×১৬)=৪৭৫২০ টাকা আদায় পাইবেন। এ প্রসংগে প্রতিপক্ষ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, গ্র্যাচুয়িটি মজুরী পরিশোধ আইনের মজুরী সংজ্ঞার আওতাভূক্ত নহে এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টরেট কর্তৃক গ্র্যাচুয়িটি রুলস অনুমোদিত হয় নাই। এ প্রসংগে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবনান্তে আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, গ্র্যাচুয়িটি রক্ষা বাতিল হইয়াছে এই মর্মে কোন সাক্ষ্য আসে নাই এবং আরো প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর দাবীকৃত গ্র্যাচুয়িটি (গ্র্যাচুয়িটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক সারপ্লাস জনিত চাকুরী থেকে টার্মিনেশনের কারনে দাবী করা হইয়াছে)। গ্র্যাচুয়িটি অন ডিসচার্জজনিত কারনে নহে। সুতরাং gratuity Payable on termination of service by the employer has not been excluded from definition of the wages and it is included in wages as "any sum Payabel to such persons by reason of termination of his employment .প্রাপ্ত মৌখিক সাক্ষ্য এবং দরখাস্তকারীর পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-৫, ৫(ক), ৫(খ), ৫(গ), ৯, ৯(ক) মূলে চাকুরী সংক্রান্ত পাওনাদি দাবী করা সত্ত্বেও প্রদান না করায় মামলাটি আনীত হইয়াছে এবং চাকুরীর সার্ভিস বেনিফিট মজুরী হিসাবে দরখাস্তকারী পাইতে হকদার হওয়ায় গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৪৭,৫২০ টাকা পাওনা আদায় পাইতে হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর আরজিতে না মঞ্জুরকৃত অর্জিত ছুটি বাবদ এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ২৯৭০ টাকা, ৩ মাসের জমাকৃত অর্জিত ছুটির পাওনা বাবদ (২৯৭০×৩)=৮,৯১০ টাকা একুনে ৪ মাসের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ পাওনা বাবদ ১১,৮৮০ টাকা এবং মেডিক্যাল ছুটির নগদীকরণ বাবদ ২৯৭০ টাকা প্রদানের নির্দেশ দাবী করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১ সৈয়দ মোহাম্মদ নুর দরখাস্তকারীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, অর্জিত ছুটি একসাথে ৩ মাসের বেশী হইলে এবং মেডিক্যাল ছুটি একসংগে ২৮ দিনের বেশী হইলে ল্যাপ্স হইয়া যায়। দরখাস্তকারী স্বীকারোক্তি ও প্রতিপক্ষ সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এক্সিবিট- ঞ সার্ভিস রুলস এর ৮-০১-০২(বি)(ii) ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারীর অর্জিত ছুটি খাতে ৩ মাসের বেশী অর্জিত ছুটি মজুদ থাকে না। সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী ৩ মাসের অর্জিত ছুটির পরিবর্তে ৩ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থাৎ (২৯৭০×৩)=৮,৯১০ টাকা আইনতঃ পাইবার হকদার, ৩ মাসের অধিক নহে। দরখাস্তকারীর মেডিক্যাল ছুটি পাওনা দাবীর বিপরীতে প্রতিপক্ষ কোম্পানীর মেডিক্যাল ছুটি নগদীকরণ বা ইনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট প্রমাণে আনেন নাই। তাছাড়াও বৎসর শেষে উক্তরূপ ছুটি ল্যাপ্স হইয়া যায় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও ইনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট না থাকায় বর্ণিত কারনে মেডিক্যাল ছুটি বাবদে দাবীকৃত ২৯৭০ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি ও উপরে বর্ণিত কারনাধীনে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী অত্র মামলাটিতে দাবী মতে এক মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস আইনতঃ পাইতে হকদার নহেন। সারপ্লাসজনিত কারনে প্রতিপক্ষ কোম্পানীর স্বার্থে দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেট হওয়ায় এবং স্বীকৃতি মতেই ৮ বৎসর চাকুরীকাল হওয়ায় প্রভিডেন্ট ফ্যান্ডের ২১ (ডি) রুলস মোতাবেক ও কোম্পনীর সার্ভিস রুলস এর ৪.৩৭ ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কোম্পানীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের দেয় অংশ বাবদ ১৪,২৬৪˙৬৭ টাকা আদায় পাইবেন এবং দরখাস্তকারী কোম্পানীর স্বার্থে সারপ্লাসজনিত কারনে চাকুরী থেকে টার্মিনেট হওয়ায় প্রতিপক্ষ কোম্পানীর সার্ভিস রুলস ও গ্র্যাচুয়িটি রুলস মোতাবেক গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৬ মাসের মূল বেতন (২৯৭০×১৬)=৪৭,৫২০ এবং ৩ মাসের অর্জিত ছুটি বাবদ (২৯৭০×৩)=৮,৯১০ টাকা আদায় পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। দরখাস্ত কারী না মঞ্জুরকৃত অর্জিত ছুটি বাবদে এবং মেডিক্যাল ছুটি বাবদ ইনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট না থাকায় আদায় পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ও বর্ণিত মতে দরখাস্তকারীর আংশিক দাবী মতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোম্পানীর দেয় অংশ বাবদ ১৪,২৬৪˙৬৭, গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ৪৭,৫২০ টাকা এবং ৩ মাসের অর্জিত ছুটি নগদীকরণ বাবদ ৮,৯১০ টাকা একুনে সর্বমোট ৭০,৬৯৪˙৬৭ টাকা পাইবার মর্মে প্রমাণিত হয়। সুতরাং দরখাস্তাকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর মামলাটিতে আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নূর এর চাকুরীর প্রাপ্য মজুরী ও সুবিধাদি বাবদ সর্বমোট ৭০,৬৯৪˙৬৭(সত্তর হাজার ছয়শত চুরানব্বই টাকা সাতষট্টি পয়সা) প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষগণ সিদ্ধান্তমোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনা টাকা নির্ধারিত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক পাওনা টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

**মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিতি ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,রাজশাহী।

**পি, ডাব্লিউ মামলা নং-৯/২০০৪**

শ্রী সুবোল চন্দ্র রায়, পিতা-শ্রী মহেশ চন্দ্র রায়, সহকারী কারিগর কাম-কারিগর, সিঙ্গাঁরা হাউস, হাড়ীপট্টি রোড, কালীবাড়ী, রংপুর, জেলা-রংপুর।

স্থায়ী ঠিকানা ঃ- সাং-উত্তর দলগ্রাম, পোঃ-দলগ্রাম, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-লালমনিরহাট....**দরখাস্তকারী**

বনাম

১। সিঙ্গাঁরা হাউস পক্ষে- পরিচালক ও মালিক,

২। শ্রী ভবতোচ সরকার (বাচ্চু), পরিচালক ও মালিক, সিঙ্গাঁরা হাউস, হাড়ীপট্টি রোড, কালীবাড়ী, রংপুর, থানা-কোতায়ালী, পোঃ ও জেলা-রংপুর.....**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

**আদেশ নং-২৩ তাং- ৯-৬-০৫**

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী শ্রী সুবোল চন্দ্র রায়কে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। বাদী বা তার বিজ্ঞ কৌশলী পক্ষে মামলায় কোন তদ্বিরাদি গ্রহন করে নাই। মামলার রেকর্ড দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিপূর্বে মামলাটিতে চূড়ান্ত শুনানীর পর্যায়ে ৫/৬ টি তারিখ ছিল এবং খরচাসহ শেষ বারের মত অদ্য চূড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য ছিল। সুতরাং দরখাস্তকারী পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়।

অতএব,

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি বাদীর তদবিরাদির অভাবে ও গাফেলতির জন্য খারিজ করা হইল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
রাজশাহী।

**শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।**

উপস্থিতঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রাম আদালত, রাজশাহী।

**ফৌজদারী মামলা নং-৩/২০০৫**

মোঃ আব্দুস সাত্তার, পিতা-মৃত কানু মন্ডল, ড্রাইভার,
শেরুয়া গড়ের বাড়ী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া----------বাদী।

**বনাম**

১। আলহাজ্ব জয়নাল,
২। মোঃ বাচ্চু মিয়া,
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপক, জয়নাল হাজী বাচ্চু রাইচ মিল,
শেরুয়া গড়ের বাদী, শেরপুর, বগুড়া.....আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, বাদী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (১), আসামী পক্ষের আইনজীবি।

**আদেশ নং- ৪, তাং-২৩-৬-০৫**

অদ্য মামলাটি অভিযোগ গঠন শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি ১ নং আসামী আলহাজ্জ জয়নাল এবং ২ নং আসামী মোঃ বাচ্চু মিয়ার হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। তৎসহ আপোষনামা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য(১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি অভিযোগ গঠন শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

দাখিলী আপোষ মিমাংসার প্রেক্ষিতে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুস সাত্তার অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও আপোষনামা এবং মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এবং বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবন করিলাম। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও আপোষনামা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আপোষ মিমাংসা সূত্রে অভিযোগকারী সি-৪/০৪ মামলার যাবতীয় পাওনাদি বুঝিয়া পেয়েছেন এবং আপোষ মিমাংসা সূত্রে অভিযোগকারী অত্র ফৌজদারী মামলাটি পরিচালনা করিবেন না এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং প্রাপ্ত জবানবন্দী ও বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারীর অত্র ফৌজদারী মামলাটি পরিচালনা করিবার কোন prima facie কেস নাই এবং ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৬ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠনের প্রাইমাফেসী উপাদান বিদ্যমান নাই। অপরাধের ধারা মিমাংসা যোগ্য এবং মিমাংসা সূত্রে অত্র ফৌজদারী মামলাটি থেকে প্রতিপক্ষ- আসামীগণ অব্যাহতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সুতরাং মামলাটিতে অভিযোগ গঠনের প্রাইমাফেসী উপাদান বিদ্যমান নাই।

**অতএব,**

**ইহাই আদেশ হইল যে,**

অত্র ফৌজদারী মামলাটি আপোষ মিমাংসা সূত্রে ground less প্রতীয়মান হওয়ায় আসামী জয়নাল ও বাচ্চু মিয়াকে আনীত অভিযোগের দায় হইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(ক) ধারা মোতাবেক অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিস্পতি করতঃ আসামীগণকে জামিনের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

**মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ- ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ- ৩১ শে মে/২০০৫

ফৌজদারী মামলা নং- ৫/২০০৪

মোঃ আব্বাস আলী, সাধারন সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৯২১,

প্রধান কার্যালয় মডার্ন মোড়, রহমান পাম্প সংলগ্ন, রংপুর.....বাদী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া, সভাপতি, পিতা-মৃত রিয়াজ উদ্দিন, সাং-আদর্শপাড়া, থানা-কোতয়ালী,

২। মোঃ আঃ ওহাব বাবলু, দপ্তর সম্পাদক, সাং-কামারপাড়া, থানা-কোতয়ালী,

৩। গোলাম মোস্তফা দুলাল, সহ-সাধারন সম্পাদক, পিতা-মৃত নয়া মিয়া,
সাং- কলেজ রোড আকালী টারী, থানা-কোতয়ালী,

৪। মোঃ আমির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, পিতা-আঃ সাত্তার, সাং- আদর্শপাড়া, থানা- কোতয়ালী,

৫। মোঃ মহিউদ্দিন চিশতিয়া, অফিস সহকারী, সাং- লালবাগ কেডিসি রোড, থানা- কোতয়ালী

৬। মোঃ মাহতাব উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য, সাং- দেউতি, থানা-পীরগাছা, সর্বজেলা-রংপুর, প্রধান কার্যালয় ঃ-মডার্ন মোড়, রহমান পাম্প সংলগ্ন, রংপুর, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজি ঃ নং রাজ-৯২১.....আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব সাইফুর রহমান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা অভিযোগকারী মোঃ আব্বাস আলী, সাধারন সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী শ্রমিকই উনিয়ন কর্তৃক প্রতিপক্ষ-আসামী মোঃ আবদুল মজিদ মিয়া, সভাপতি আঃ ওহাব বাবলু, দপ্তর সম্পাদক, গোলাম মোস্তফা দুলাল, সহ সাধারন সম্পাদক, মোঃ আমির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক,মহিউদ্দিন চিশতিয়া,অফিস সহকারী এবং মাহতাব উদ্দিন,কার্যকরী সদস্য এর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অত্র অপরাধের বিচারের নিমিত্ত আনীত মামলা।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, অভিযোগকারী আব্বাস আলী, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন(রেজিঃ নং রাজ-৯২১) এর ১৪/৭/০১ ইং তারিখের নির্বাচনে নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক এবং অন্যান্য আসামীগণও উক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত যথাক্রমে সভাপতি, দপ্তর সম্পাদক, সহ-সাঃ সম্পাদক,সাংগঠনিক সম্পাদক, কার্যকরী সদস্য ও অফিস সহকারী হইতেছেন। ১৪-৭-০১ ইং তারিখের রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের পর ৬-১০-০১ ইং তারিখের বিশেষ সাধারন সভার সিদ্ধান্তক্রমে, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ের স্থান কলেজ রোডে পরিবর্তন করিয়া মডার্ন মোড়ে যায় এবং তৎ প্রেক্ষিতে ৩ নং আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল ৩/২০০২ আই,আর,ও মামলা দায়ের করিলে উহা ১৩-৪-০৪ইং তারিখে না মঞ্জুর হয় এবং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহীর কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে উত্তীর্ন হইয়া যাওয়ায় ১-৫-০৪ ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা আহ্বান করিয়া নোটিশ প্রদান করিলেও আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ফৌজদারী ৬/০৩ মামলা বিচারাধীন থাকার মনোরাগে ইউনিয়নের অফিস থেকে যাবতীয় রেকর্ডপত্র ও কাগজাদি আসামীগণ নিজ কজায় লইয়া যান এবং ১-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় আসামীগণ হাজির না হইয়া ১০-৫-০৪ইং তারিখে যোগসাজসীভাবে দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা আহ্বান করিয়া রংপুর শহরে পোষ্টারিং করেন। দরখাস্তকারী আব্বাস আলী সাঃ সম্পাদকের বর্তমানে আসামী আঃ মজিদ মিয়া সভাপতি হিসাবে সধারন সভা আহ্বানের কোন সাংবিধানিক এখতিয়ার নাই বা ছিল না। আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে বেআইনিভাবে সাধারন সভা আহ্বান করিয়া সংবিধানের ১৪(ক) ও(গ) ধারার বিধান লংঘন করিয়াছেন এবং আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামী আঃ মজিদ মিয়াসহ ৬ জন আসামী পরস্পর যোগসাজসে ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সভা বেআইনিভাবে আহ্বান করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারের জন্য অভিযোগটি আনীত হইয়াছে।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক অভিযোগকারীর জবানবন্দী রেকর্ডপূর্বক আসামী আঃ মজিদ মিয়া, আঃ ওহাব বাবলু, গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন, মহিউদ্দিন চিশতিয়া ও মাহতাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ আমলে গ্রহন করেন এবংআসামীগণ আদালতে হাজির হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠিত হয়। এই মামলার বিচারকালে অভিযোগকারী পক্ষে পি ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী অভিযোগকারীকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং দালিলিক কাগজাদি আলেখ্য-১, ১(১), ২, ২(১)-২(১১), ৩ ও ৪ হিসাবে প্রমানে আনেন। আসামীপক্ষ অভিযোগকারীর সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে উপস্থিত আসামী আঃ মজিদ মিয়া , আঃ ওহাব বাবলু, গোলাম মোস্তফা দুলাল , আমির হোসেন, মহিউদ্দিন চিশতিয়া এবং মাহতাব উদ্দিনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হইলে আসামীগণ প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষী হিসাবে ডি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ শহিদুল ইসলামকে পরীক্ষা করা হয় এবং কিছু কাগজাদি ফিরিস্তিমূলে দাখিল করেন। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ-

১। আসামী আব্দুল মজিদ মিয়া, সভাপতি, আসামী আঃ ওহাব বাবলু ,দপ্তর সম্পাদক, গোলাম মোস্তফা দুলাল সহ-সাঃ সম্পাদক, আমির হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক,মহিউদ্দিন চিশতিয়া অফিস সহকারী ও মাহতাব উদ্দিন কার্যকরী সদস্যগণ কি পরস্পর একই অপরাধের সহিত যোগসাজস করিয়া দপ্তর সম্পাদক আঃ ওহাব বাবলুর নিকট গচ্ছিত ইউনিয়নের যাবতীয় রেকর্ড,রেজিষ্টার ও কাগজাদি প্রধান কার্যালয় থেকে নিজ কব্জায় লইয়া গিয়া ১/৫/০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় হাজির হন নাই এবং পরস্পর যোগসাজস করিয়া বেআইনীভাবে ১০/৫/০৪ ইং তারিখে সাধারন সভা আহ্বান করিয়া সংবিধানের ১৪(ক) ও (গ) ধারার বিধান লংঘন করেন এবং উক্তরূপ কার্য দ্বারা আসামীগণ কি শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিযাছেন ?

২। আসামীগণকে কি শিল্প সম্পর্ক আধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা যায় ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়াদ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী আঃ মজিদ মিয়া, আঃ ওহাব বাবলু, গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন, মহিউদ্দিন চিশতিয়া ও মাহতাব উদ্দিন এর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক আধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসামীগণ ইউনিয়নের যাবতীয় রেকর্ডপত্র ও রেজিষ্টার আসামী আঃ ওহাব বাবলু দপ্তর সম্পাদকের নিকট জমা থাকা অবস্থায় প্রধান কার্যালয় হইতে নিজ কব্জায় লইয়া যান এবং আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ১/৫/০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় উপস্থিত হন নাই এবং আসামী আঃ মজিদ মিয়া সভাপতি বেআইনী ও এখতিয়ার বিহীনভাবে ১০/৫/০৪ ইং তারিখে অন্যান্য আসামীগণের সহিত যোগসাজসে সাধারন সভা আহ্বান করিয়া সংবিধানের ১৪(ক) ও (গ) ধারার বিধান লংঘন করিয়াছেন এবং

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন উক্ত অভিযোগটি প্রমানে অভিযোগকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী, সাঃ সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১-৪ প্রমানে এনেছেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ আব্বাস আলী রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের ১৪/৭/০১ ইং তারিখের নির্বাচনে নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক এবং আসামী আঃ মজিদ মিয়া নির্বাচিত সভাপতি, আঃ ওহাব বাবলু, দপ্তর সম্পাদক, গোলাম মোস্তফা দুলাল সহ-সাঃ সম্পাদক, আমির হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক, মহিউদ্দিন চিশতিয়া অফিস সহকারী এবং মাহতাব উদ্দিন কার্যকরী সদস্য। অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগটি প্রমানে পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী-কে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে।

পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী, সাধারন সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন অভিযোগকারী স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়া অভিযোগের বক্তব্যকে করোবরেট করেন এবং সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের ১৪-৭-০১ ইং তারিখের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের পর ৬-১০-০১ ইং তারিখের সাধারন সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, রংপুর জেলা ট্রাক ও

ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় পরিবর্তন হইয়া মডার্ন মোড়ে যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল সহ-সাঃ সম্পাদক ৩/০২ আই, আর, ও, মামলাটি দায়ের করেন ঐ মামলাটি ১৩-৪-০৪ ইং তারিখে নামঞ্জুর হয় এবং ঐ সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হইয়া যায়। ১-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সভা ডাকে এবং কুরিয়ার সার্ভিস মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করিলে আসামী দপ্তর সম্পাদক ও অফিস সহকারী যোগসাজস করিয়া অফিসের যাবতীয় কাগজাদি চুরি করে নিয়ে যায় এবং ১-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় কাগজপত্র না থাকায় সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই। আসামীগণ যোগসাজসীভাবে ১০-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারণ সভা আহ্বান করে এবং আসামী আঃ মজিদ মিয়া ইউনিয়নের সভাপতির সাধারন সভা ডাকার সাংবিধানিক এখতিয়ার ছিল না। আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসী ও রেআইনীভাবে ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সভা ডাকায় সংবিধানের বিধান লংঘন করেছেন এবং আসামীগন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠন করেছেন। এই সাক্ষী আসামীগণকে ডেকে সনাক্ত করেন। এই সাক্ষী জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, আসামী মজিদ মিয়ার সাধারন সভা আহ্বানের সাংবিধানিক এখতিয়ার ছিলনা। এই সাক্ষী তাহার দায়েরকৃত লিখিত অভিযোগ আলেখ্য-১ ও উহাতে তাহার সহিত আলেখ্য-১/১ হিসাবে প্রমান করেন। দ্বিবার্ষিক সাধারন সভার আহ্বানের নোটিশ ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নোটিশ প্রেরনের রশিদ ৯টি আলেখ্য-২, ২/১-২/১০ হিসাবে প্রমানে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, নোটিশ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসও গ্রহন করেছেন। এই সাক্ষী নোটিশ গ্রহনের রশিদ আলেখ্য-২(১১) হিসাবে প্রমানে আনেন। এই সাক্ষী মে দিবস পালনের প্রোগ্রাম ও পোস্টার আলেখ্য-৩ ও ৪ হিসাবে প্রমানে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, ঐ সকল পোষ্টার থেকে আসামীগণের বেআইনী সাধারন সভা আহ্বানের বিষয় জানতে পারেন। এই সাক্ষী আসামী পক্ষের জেরায় স্বীকার করেন যে, ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ছিল ১৪-৭-০১ থেকে ১৪-৬-০৩ পর্যন্ত এবং ঐ মেয়াদে দরখাস্তকারী সাধারন সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ মেয়াদ ১৪-৬-০৩ ইং তারিখে শেষ হয়। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সংবিধান মতে সাধারন সভা, কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ও বিশেষ সভার বিষয় উল্লেখ আছে। সাধারন সভা ও বিশেষ সাধারন সভার সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ পরিষদের সিদ্ধান্ত। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সংবিধান অনুমোদিত হয়েছে।

১০-৫-০৪ ইং তারিখের অনুষ্ঠিত সাধারন সভা অনুষ্ঠানের কোন আদালতের নিষেধাজ্ঞা ছিল কি না সে জানেনা। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, উচ্চ আদালত থেকে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন দেয় কিনা তা সে জানেনা। ঐ নির্বাচন কমিশনার যথাযথভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে কি না তাহা জানেনা। অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফল শ্রম দপ্তরকে অবহিত করেছে। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, তাহার দায়েরকৃত ফৌজদারী ৬/০৩ মামলায় আসামীরা খালাস পেয়েছে। আই, আর, ও, ৩/০২ মামলায় সে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ফৌজদারী ৬/০৩ মামলায় ১-৫-০৪ ইং তারিখের মিটিং এর রেজুলেশন জমা দেয় কিনা খেয়াল নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, প্রদঃ- ২ কাগজে তাহার স্বাক্ষরের নীচে তারিখ দেয় নাই। ১০৬ নং স্মারকে দাখিলী কাগজটা ফটোকপি এবং প্রদঃ-, কাগজটাও ফটোকপি। অভিযোগকারীর পক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১/১, ২, (১)-২(১১), ৩ ও ৪ হিসাবে প্রমানে এসেছে।

আসামী পক্ষের সাফাই সাক্ষী ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদ রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য নং-৪৭ সাক্ষ্য দিয়া উল্লেখ করেন যে, সে উভয় পক্ষকে চিনে। রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের সে আহ্বায়ক ছিল এবং নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ৩-৯-০৪ ইং তারিখে। আহ্বায়ক হওয়ার রেজুলেশনের কপি দাখিল করেছেন। আসামী আঃ মজিদ মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়। সে আহ্বায়ক হিসাবে ৩০-৬-০৪ ইং তারিখের মধ্যে চাঁদা পরিশোধের বিজ্ঞপ্তি দেয় এবং কপি দাখিল করেছেন। সভা আহ্বানের লিফলেট ও পেপার বিজ্ঞপ্তি দাখিল করেছে। ১১-৬-০৪ ইং তারিখের জরুরী বিজ্ঞপ্তির কপি দাখিল করেছেন। ১০-৭-০৪ ইং তারিখের নির্বাচনী তফসিল দাখিল করেছে। সাধারন সভায় সিদ্ধান্ত ও কপি দিয়াছে তা দাখিল করেছে। রংপুর সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন ১৩৩/০৪ মামলার আদেশের কপি দাখিল করেছে। ১০-৭-০৪ ইং তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠেত হয় নাই। ৩-১-০৪ ইং তারিখের নির্বাচনী তফশিল দাখিল করেছে। ইহা শ্রম দপ্তরকে অবহিত করেছিল। পত্রিকায় প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দাখিল করেছে। ৯ জন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের কাগজ দাখিল করেছে। নির্বাচনী ফলাফল শ্রম দপ্তরকে জানানো হয়েছিল ঐ কপি দাখিল করেছে। নব নির্বাচিত কমিটির নিকট সে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে। আদালতের নির্দেশে এডহক কমিটির মেয়াদ ৩০ দিন বৃদ্ধি হয় এবং আদালতের নির্দেশ এডভোকেট আঃ সালাম নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। আসামী আঃ মজিদ বর্তমান মেয়াদের সভাপতি। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, মৃত যহির উদ্দিন তাহার পিতা এবং তার ফয়জুল ইসলাম নামের কোন সন্তান নাই। তার নাম শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদ। নির্বাচনের ৭ দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্থান্তর করেন। আসামীদের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে এসেছে কিন্তু লিখিত আনে নাই। আহ্বায়ক নিযুক্তি সংবিধানের বিধান সম্মত ছিল এবং সে নির্বাচনী আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হয়। সে পূর্বেও ৩/৪ বার আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছে। তাহার ইউনিয়নের সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান আছে। ১০-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় সে আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়। সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া ঐ সভা আহ্বায়ন করেন। সংবিধানে সভাপতির সভা আহ্বানের এখতিয়ার নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, সংবিধানে আহ্বায়ক কমিটি গঠনের বিধান আছে। সংবিধানের ২৪ ধারায় ইউনিয়নের নির্বাচনের বিধান আছে এবং আহ্বায়ক কমিটি গঠনের সংগে সংগে কার্যনির্বাহী কমিটির বিলুপ্ত ঘটিবে। ২৬ ধারায় সদস্যকে অপসারনের বিধান আছে। ভোটের সময় সদস্য সংখ্যা ছিল অনুমান ৪২০০/৪০০০।

১০-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় দরখাস্তকারী আব্বাস আলীকে বহিস্কার করা হয় কিন্তু সংবিধান মোতাবেক বহিস্কার হয় কি না বলিতে পারে না। বিশেষ সাধারন সভায় বহিস্কারের বিধান আছে। ১০-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তাকে পরবর্তী মেয়াদের জন্য নির্বাচনের কোন বিধান সংবিধানে নাই। কিন্তু পরবর্তী মেয়াদের জন্য আঃ মজিদ মিয়াকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, সাধারন সভার সিদ্ধান্তের ৭৮৯ থেকে ৭৮৩ পর্যন্ত ক্রমিকে একজন সই করে কি না সে জানেনা। কিছু ক্রমিকে সই নাই। ২৬৪০ জন সদস্য স্বাক্ষর করেছে। কাহারও টিপসহি নাই। ৫৪০-৫৬০ কার্যনির্বাহী কমিটির শাখা কমিটির সদস্য উল্লেখ আছে। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের ৩০/৩৫ টি শাখা কমিটি আছে। ১০-৫-০৪ ইং তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে।

এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, ১৪-৫-০৪ ইং তারিখে সভাপতি হিসাবে মজিদ মিয়ার রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর চিঠি প্রদানের এখতিয়ার ছিল কি না জানা নাই। ১৩৩/০৪ অঃ প্রঃ মামলায় বাদী আব্বাস আলী তালুকদার পক্ষভুক্ত ছিল না। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, তাহার দ্বারা নির্বাচিত আহ্বায়ক কমিটি ২৮-১০-০৪ ইং তারিখের বড় দরগাহসহ ২ টা শাখা কমিটি অনুমোদন দিয়াছে কি না জানেনা। ৬-১০-০৪ ইং তারিখের বিশেষ সাধারন সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল আই, আর, ও ৩/০২ মামলা দায়ের করে কি না জানেনা। নির্বাচনী তফসিলে তার সহি নাই।

রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী আব্বাস আলী তালুকদার, সাধারন সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় মর্ডান মোড় অফিসে ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা এক্সিবিট-২ মূলে আহ্বান করেন এবং অভিযোগকারীর নোটিশেই ১-৫-০৪ ইং তারিখে মে দিবসের কর্মসূচী দেওয়া হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষ আসামীগণ পক্ষে এক্সিবিট-৩ মূলে আসামী আঃ মজিদ মিয়া, সভাপতি, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নকর্তৃক ২৪-৪-০৪ ইং তারিখের ১০৮/০৪ নং স্মারকমূলে ১লা মে দিবস প্রতিপালনের কর্মসূচী ঘোষিত হয় ইউনিয়নের অস্থায়ী কার্যালয় শাপলা চত্বরে মে দিবস পালনের জন্য। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আসামী আঃ মজিদ মিয়া, সভাপতি, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে এক্সিবিট-৪, ৩০-৪-০৪ ইং তারিখের পোষ্টারিং মূলে ১০-৫-০৪ ইং তারিখে ইউনিয়নের অস্থায়ী কার্যালয় শাপলা চত্তরে ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা আহ্বান করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যদৃষ্টে দেখা যায় যে,অভিযোগকারী মোঃ আব্বাসআলী তালুকদার, সভাপতি রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে ২৭-৪-০৪ ইং তারিখের ১০৫ স্মারকমূলে ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় মডার্ন মোড় অফিসে ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষ আসামী মোঃ আঃ মজিদ মিয়া কর্তৃক স্বীকৃত মতেই ১০-৫-০৪ ইং তারিখে ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বীকৃত মতেই অভিযোগকারী আব্বাস আলী তালুকদার রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিপক্ষ আসামী আঃ মজিদ মিয়াসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে সভাপতি কর্তৃক বেআইনী ও এখতিয়ার বিহীনভাবে ১০-৫-০৪ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা আহ্বান করিয়া সংবিধানের ১৪(ক) ও(গ) ধারার বিধান লংঘনে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠনের অভিযোগ এনেছেন ।

পি-ডাব্লিউ-১ আব্বাস আলী তালুকদার, সাধারন সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন অভিযোগকারী স্বয়ং মৌখিক সাক্ষ্য দিয়া অভিযোগের বক্তব্য করোবরেট করেছেন। এবং লিখিত অভিযোগ আলেখ্য-১ ও উহাতে তাহার সহি আলেখ্য -১/১হিসাবে প্রমানে এনেছেন। অভিযোগকারীর দাখিলি পোষ্টারিংপ্রদঃ-৩ দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ আসামী আঃ মজিদ মিয়া সভাপতি কর্তৃক ১০-৫-০৪ ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা আহ্বান করা হইয়াছে। ডি, ডাব্লিউ-১ আব্বাস আলীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ছিল ১৪-৭-০১ থেকে ১৪-৬-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত এবং ঐ কার্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হইয়া যায় ১৪-০৬-০৩ ইং তারিখে। আসামী পক্ষে রেকর্ডকৃত সাফাই সাক্ষী ডি ডাব্লিউ-১ মোঃ সহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদ ইউনিয়নের সদস্য নং ৪৭ এর

জবানবন্দী ও জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১০/৫/০৪ ইং তারিখের সাধারন সভায় সে কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয় । ইউনিয়নের সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া সংবিধানের বিধান মোতাবেক সাধারন সভা আহ্বানের এখতিয়ার নাই। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের সংগে সংগে কার্যনির্বাহী কমিটির বিলুপ্তি ঘটিবে। সাফাই সাক্ষী ডি,ডাব্লিউ ১ মোঃ শহিদুল ইসলামের সাক্ষ থেকে দেখা যায় যে, ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সভার সিদ্ধান্তে অভিযোগকারী আব্বাস আলী সাধারন সম্পাদক পদ থেকে বহিস্কৃত হন এবং বিশেষ সাধারন সভায় বহিষ্কারের বিধান আছে। সাফাই সাক্ষী ডি, ডাব্লিউ-১ এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, পরবর্তী মেয়াদের জন্য আঃ মজিদ মিয়াকে ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৩০/০৪ অঃ প্রঃ মামলায় আব্বাস আলী তালুকদার কোন পক্ষভুক্ত ছিল না। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি ও রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের অনুমোদিত সংবিধান পর্যালোচনায় আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়নের সংবিধানের ২১(ক) (খ) ও(গ) ধারা মোতাবেক সাধারন সভা, বিশেষ সাধারন সভা ও কার্যকরী কমিটির সভা এই ৩ ধরনের সভা ডাকার এখতিয়ার সংবিধানের ১৪(ঘ) ধারা মোতাবেক ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদকের। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে , আসামী আঃ মজিদ মিয়া সভাপতি , রংপুর জেলার ট্রাক ও শ্রমিক ইউনিয়ন ইউনিয়নের সংবিধানের ১৪(ক) ধারা মোতাবেক কোন জরুরী সভা অথবা বিশেষ কোন সাধারন সভা অনুষ্ঠানের জন্য সাধারন সম্পাদককে অনুরোধ করিতে পারিবেন কিন্তু সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া সাধারন সম্পাদক সম্পাদককে ঐরূপ কোন সাধারন সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন ঐ মর্মে কোন প্রমান আনিতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও এক্সিবিট-৪ দৃষ্টে সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া কর্তৃক ১০-৫-০৪ ইং তারিখে দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা আহ্বানের সাংবিধানিক কোন অনুরোধপত্র প্রমানে আসে নাই যাহাতে সংবিধানের ১৪(ক) ধারার বিধান লংঘিত হইয়াছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। স্বীকৃত মতেই ও ১০-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভার রেজুলেশন দৃষ্টে ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক জনাব মোঃ আব্বাস আলীকে সাধারন সম্পাদকের পদ থেকে বহিস্কার করা হয়। কিন্তু ইউনিয়নের সংবিধানের ২১(ঘ) ধারা বা ২৬ ধারার কোন বিধান প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়নের মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং উক্ত বিধান মোতাবেক আইনানুগভাবে ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সম্পাদককে বহিস্কার করা হয় নাই। এমনকি সভাপতি কর্তৃক সংবিধানের ২১ ধারার বিধানও অনুসরন করিয়া সাধারন সম্পাদককে সভা আহ্বানের অনুরোধ করা হয় নাই। সেক্ষেত্রে আসামী সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া কর্তৃক ১০-৫-০৪ ইং তারিখের সাধারন সভা আহ্বান সাংবিধানিক বিধি মোতাবেক অনুষ্ঠিত হয় নাই।

বরং সংবিধানের বিধি বিধান লংঘন করিয়া ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারণ সভা আহ্বানে ও অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে সভাপতি আসামী আঃ অবদুল মজিদ মিয়ার কোন সাংবিধানিক এখতিয়ার ছিল না। জেরায় আসামীগনের ডিফেন্স কেস হইল এই মর্মে যে, ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সংবিধান সম্মতভাবে আঃ মজিদ মিয়া কর্তৃক সাধারন সভা আহ্বান করা হয় এবং আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও সাধারন সম্পাদককে বহিস্কার করা হয় এবং পরবর্তীতে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আসামী পক্ষের দাখিলী ১৩৩/০৪ অঃ প্রঃ মামলার আদেশের জাবেদা নকল দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়নের সদস্য জনাব মোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক ১৩৩/০৪ অঃপ্রঃ মামলাটি দায়ের হইলেও উক্ত মামলার অভিযোগকারী মোঃ

আব্বাস আলী তালুকদার পক্ষভুক্ত ছিলেন না এবং ঐ মামলাটি ১২-৯-০৪ ইং তারিখের আদেশমূলে উঠাইয়া লওয়া হয় এবং ঐ মামলার ৩-৮-০৪ ইং তারিখের আদেশে এডভোকেট মোঃ আব্দুস সালামকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি এই মর্মে নিবেদন করেন যে, ইউনিয়নের সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া অনুরোধক্রমে সভাটি ডেকেছিলেন কিন্তু উক্ত বক্তব্যের পোষকতায় কোন অনুরোধপত্র প্রমানে আনিতে সক্ষম হন নাই এবং অনুরোধক্রমে সভাপতি ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সভা ডেকেছিলেন ঐরূপ কোন ডিফেন্স কেস্ ও সাক্ষীর জেরায় আসে নাই এবং ১০-৫-০৪ ইং তারিখের অনুষ্ঠিত সভার নোটিশে ও অনুরোধে সভা ডাকার বক্তব্য আসে নাই। প্রাপ্য সাক্ষ্য দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল কর্তৃক আই আর ও ৩/০২ মামলা আনয়ন করিলেও ঐ মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১৩-৪-০৪ ইং তারিখে না মঞ্জুর হইয়াছে এবং স্বীকৃত মতেই ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ১৪-৬-০৩ ইং তারিখে শেষ হইয়া যায়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় যে, ১৩৩/০৪ অঃ প্রঃ মামলার ২৫-৭-০৪ ইং তারিখের আদেশে মামলার বাদী মোফাজ্জল হোসেন ও প্রতিপক্ষ সাইদুল ইসলাম দিগর মধ্যে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ও মধ্যস্থতায় ইউনিয়নের নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে আদালতের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ১৪-৬-০৩ ইং তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তীতে ইউনিয়নের সভাপতি আসামী মোঃ আঃ মজিদ মিয়া কর্তৃক সাংবিধানিক বিধি বিধান লংঘন পূর্বক এখতিয়ার বিহীনভোবে ১০-৫-০৪ ইং তারিখে সাধারন সভা আহ্বান করেন যাহাতে সংবিধানের ১৪(ক), (গ), ২১(ঘ) ও ২৬ ধারার বিধান অনুসরন করা হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ আসামীগণের মধ্যে সভাপতি আঃ মজিদ মিয়া কর্তৃক উক্ত সভা আহ্বানের মাধ্যমে সংবিধানের বিধি বিধান লংঘিত হইয়াছে এবং উক্ত কার্যে আসামী আঃ ওহাব বাবলু দপ্তর সম্পাদক, গোলাম মোস্তফা দুলাল সহ-সাধারন সম্পাদক, আমির হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক ও মাহতাব উদ্দিন কার্যকারী সদস্য এই ৫ জনের মধ্যে যোগসাজস হইয়াছে মর্মে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু উক্ত ইউনিয়নের অফিস সহকারী মহিউদ্দিন চিশতিয়ার কোন যোগসাজস অনুমিত হয় না। সুতরাং প্রতিপক্ষ আসামী আঃ মজিদ মিয়া, আঃ ওহাব বাবলু, গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন ও মাহতাব উদ্দিনকে পরস্পর যোগসজসে ইউনিয়নের সংবিধানের বিধানাবলী লংঘনের অভিযোগ প্রমানিত হয় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৮ ধারার বিধান লংঘনসহ একই অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়। কিন্তু আসামী মহিউদ্দিন চিশতিয়া অফিস সহকারীকে উক্ত অপরাদের সহিত সম্পৃক্ত করা যায় না। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপক্ষ আসামী আঃ মজিদ মিয়া, আবদুল ওহাব বাবলু,গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন ও মাহতাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং আসামী মহিউদ্দিন চিশতিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং আসামী মহিউদ্দিন চিশতিয়া আইনতঃ খালাস পাইতে হকদার হইতেছেন। সুতরাং আসামী আঃ মজিদ মিয়া, আঃ ওহাব

বাবলু, গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন ও মাহতাব উদ্দিন ৫ জনকে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহাদের প্রত্যেককে ২৫০/-(দুইশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে/(৩০ দিনের) সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী আঃ মজিদ মিয়া, আঃ ওহাব বাবলু , গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন ও মাহতাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেককে দোষী সাব্যস্তপূর্বক ২৫০/-(দুইশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৩০(ত্রিশ) দিনের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। আসামী মহিউদ্দিন চিশতিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত না হওয়ায় তাহাকে অভিযোগের দায় থেকে খালাস দেওয়া গেল। সাজাপ্রাপ্ত আসামীগণ অদ্য হইতে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা চালানযোগে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক চালানের কপি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আসামীগণদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা ইস্যু হইবে।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

---

**IN THE LABOUR COURT. RAJSHAHI DIVISION. RAJSHAHI.**

Present :- Md. abdus Samad
Chairman
Labour Court, Rajshahi.
Members: 1: Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employers.
2 : Mr. Md. Lokman Hossain for the Labours.

**Date of delivery of Judgement :- 28th June/2005**

**Complaint Case No. 1/2002**

Sheikh Nur Mohammed. Resham Protipadak
(at present dismissed). Daulatpur Resham
Extension Sadar Sub-centre, Kushtia.
Vill. Terokhadia,Uttorpara, Holding No. 336
P.O. Cantonment. P.S. Rajpara, Dist. Rajshahi. Petitioner.

**Versus**

1. Chairman, Bangladesh Resham Board, Rajshahi.
2. Secretary, Bangladesh Resham Board, Rajshahi.
3. Chief Accounts Officer, Bangladesh Resham Board, Rajshahi.
4. Enquiry Officer (Nipro: Md. Babor Ali), Bangladesh Resham Board, Rajshahi. Opposite parties.

**Representatives :-**

1. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the petitioner.
2. Mr. Saifur Rahman khan (Rana), Advocate for the opposite parties.

**JUDGEMENT**

This is an application U/S 25(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 at the instance of the petitioner Shaikh Nur Mohammad with a prayer for reinstatement in his service of Resham Protipadak (Demonstrator) of Daulatpur Resham Extension Centre, Kushtia under Bangladesh Resham Board, Rajshahi with all Back wages and benefits after setting aside the dismissal order from service vide Memo No. 3415 dated 10.12.2001 U/S 39(1)of Bangladesh Resham Board's Employees Service Probidhanmala, 1990.

The petitioner's case, in short, is that the petitioner sheikh Nur Mohammad was appointed in the post of Resham Protipadak under the second party. Bangladesh Resham Board, Rajshahi on 12-01-87 and that he served and discharged his duties near about 15 years under the 2nd party Bangladesh Resham Board, Rajshahi with honesty and sincerity till the date of dismissal order dated 10-12-01. That there ware more than one registered trade union of Bangladesh Resham Board workers and Employees at Rajshahi and that the petitioner Sheikh Nur Mohammad is a regular and active member of Bangladesh Resham Board Karmachari Parishad (Regn, No, B-1942) and that at the last C.B.A. election, he was elected Assistant General Secratary of the said trade union and he participated in bergaining with the O.P.s authority in different times for demands of the workers and that the–on demands of behalf of the workers was filed to ----on 1st March/2001 for which the O.Ps were displeased with him and that the O.P. did not take any step to fulfil the demands of the workers. As

a result of which the disatisfaction and dispute among the workers started and that discussions between the C.B.A. Leaders with the O.P. Authority was held to solve the demands of the workers which ended without effective result but the O.P. Authority filed criminal cases against the C.B.A. Leaders under Jono Nirapatta Act. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad had no cannection with the criminal cases and because of cases and counter cases between the C.B.A. Leaders and the Authority at that times, the Authority started a departmental proceeding on 05-07-01 against the petitioner with 8 points complaint and that he was asked to show cause by Memo No. 1683 and that the petitioner filed his written statement on 05-08-01 in the proceeding case No. 12/01 and that one man Inquiry officer Member, Finance and Planning of the Rasham Board was appointed on 04-09-01 as Inquiry officer before whom the petitioner appeared for his personal hearing on 19-9-01 but the Inquiry officer neither inquired of him nor any witnesses are examined at that time; that the petitioner only filed a written statement and that the O.P. Nos. 1& 2 Authority again constituted one member Inquiry Committee before whom he appeared against his issuance of notice by the Inquiry officer and that the Enquiry officer did neither properly recorded the deposition of the petitioner nor he paid importance to the objection raised by the petitioner. That the Inquiry officer recorded the deposition of witness Abu Jafar but at that time, the petitioner was restrained to crose examine him and the Inquiry officer recorded answer of the questions as to his whimsically and that the petitioner raised objection about the neutrality of the Inquiry officer and the petitioner filed an application of objections to change the Inquiry officer on 15.10.01 and 16.10.01 of the O.P. No. 4 did not take any step lawfully to change the Inquiry officer. That the Inquiry officer acted as per the secrets direction of the authority and that in the extenuating circumstances, the O.P. Authority transferred the petitioner on 10.11.01 from the Head Office to Daulatpur Resham Extension sub-center, Kushtia. That the O.P. authority illegally transferred him and that the petitioner filed an application to stay the transfer order but the authority did not stay the transfer order and issued second show cause notice on 13.11.01 along with the Inquiry report. That the Inquiry Officer neither recorded the witnesses in presence of the petitioner nor was he given change to crose examine the witnesses properly and that even the petitioner was not informed about the date of examination of other witnesses. That he filed written statement by registered post from new posting place at Daulatpur,

Kushtia on 21.11.01 in compliance with the second show cause notice, which was refused to accept by the O.P. authority. That the petitioner was working at newly posted place Daulatpur, Kushtia and came to know on 23.12.01 by the memo No.3415 dated 10.12.01 issued by O.P. No. 2 that the petitioner was unlawfully dismissed from service. That the petitioner Signed the Hazira khata on 21.12.01 but he was restrained to put his signature in Hazira khata on 22.12.01. That the petitioner submitted the grievance petition by registered post on 5.1.02 in favour of O.P. Nos. 1 & 2which was refused by O.P. No. 2 and returned with remarks of the postal peon on 14.01.02. That the O.P. Management neither issued any reply nor he took any step to reinstate the petitioner. That the order of dismissal on 10.12.01 was motivated, illegal and unlawful and not sustainable in the eye of law. Being aggrieved thereby, this petitioner was compelled to file this case for reinstatement in service with back wages after setting aside the dismissal order from service date 10.12.01.

That the 2nd party O.P. Nos:1 to 4 appeared and contested the case by filing written statement denying the motorial allegations made in the compleint petition, contending inter alla, that the petitioner's case is not maintainable in this manner, that the petitioner has no cause of action to file this case, that the petitioner's case is barred by the law of limitation and that the allegations brought by the petitioner are false and concocted.

The O.Ps. case, in short, is that the petitioner Sheikh Nur Mohammad was working as Resham Protipadak (Demonstrator) under the O.P. 2nd party in the accounts Department of Bangladesh Resham Board, Rajshahi. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad along with others unlawfully assembled in the office premises and coridor of the Resham Board office and illegally marched to different coridor of the office, shouting objectionable slogans against Chairman and Secretary of the Resham Board on 07.06.01 at about 11.30 to 12.30A.M. and illegally prevented officials in performing daily routine works and created chaotic situations and threatened the staffs to maintain strike. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad along with others, being member of unlawfully assembly, prevented normal works by the staffs in the office on 21.3.01

and 25.3.01. and that the petitioner abetted and engaged himself in the destructive activities with the help of outsiders on 25.3.01. That the O.P. Management lawfully asked the petitioner Sheikh Nur Mohammad to show cause for 7 charges and that the petitioner filed written statement on 5.8.01 and that the Departmental proceeding case No. 12/2001 was started in which the petitioner was given the scope for personal hearing. That the authority was not pleased of the personal hearing of the petitioner and the Executive Engineer Md. Babor Ali was appointed an Inquiry officer who filed inquiry report on 8.11.01 finding the petitioner guilty of the offence. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad forcefully entered into the office of the Secretary O.P. No.2 on 4.4.01 at about 4.30 p.m. and illegally managed with pressure a tour Programme to Dhaka from 4.4.01 to 8.4.01 and that the Inquiry officer recorded evidences of 8 witnesses and that the petitioner was found guilty with 5 charges and that the O.P. Management lawfully dismissed the petitioner Sheikh Nur Mohammad from service vide Memo No.Barebo/Raj/Prosha/Case-12/01/3415 dated 10.12.01 U/S 39(1)(Kha)(ঈ) of Bangladesh Resham Board Chakuri Probidhanmala, 1990. Hence, the petitioner is not entitled to get any relief as prayed for and this case is liable to be dismissed with costs.

**POINTS FOR DETERMINATION :—**

1. Whether the petitioner's case U/S 25(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is maintainable?

2. Whether the case is barred by the law of limitation?

3. Whether the petitioner's dismissal order from service vide Memo No. 3415 dated 10-12-01 is illegal and unlawful?

4. Whether the petitioner is lawfully entitled to be reinstated in service with back wages and benefits?

5. Whether the petitioner is lawfully entitles to get the relief as prayed for?

**FINDINGS AND DECISION :—**

**Issue Nos. 1 & 2**

There is no denial of the fact that the petitioner Sheikh Nur Mohamad was working as Resham Protipadak under the O.P. 2nd party Bangladesh Resham Board, Rajshahi and he delivered service to the 2nd party near about 15 years since the date of joining on 12-01-87 till the agrieved dismissal order of the 2nd party Bangladesh. Resham Board, Rajshahi. It is also the admitted fact that the O.P. 2nd party Bangladesh Resham Board Authority brought specific charges U/S 38(ka)(kha) a (Chha) of Bangladesh Resham Board Chakuri Probidhanma 10, 1990(Exbt,-1 show cause notice and Exbt. 2 charges filed by the petitioner and the 2nd show cause notice Exbt. filed by the O.P. corroborates) and that the petitioner Sheikh Nur Mohammad was dismissed from service by the O.P. 2nd party vide Memo No. Barebo/Raj/prosha/Case/12/01/3415 dated 10.12.01 U/S 39(1)(Kha)(ঈ) of Bangladesh Resham Board Chakuri Probidhanmala, 1990. Exbt.16 filed by the patitioner and exbt. Ka filed by the O.P. 2nd party is the dismissal order memo No. 3415 coroborates the admitted contention. That the petitioner challenged the dismissal order of the 2nd party vide memo No. Basebo/Raj/Prosha/Case/12/01/3415 dated 10-12-01 as illegal and unlafwful and prayed for reinstatement in service setting aside the aggrieved dismissal order. P.M. 1 Sheikh Nur Mohammad the petitioner himself corroborate in his chief that the Inquiry Committee conducted the inquiry unlawfully and submitted the inquiry report with malafide intention. That the petitioner submitted the written statement on 21-11-01 by registered post in compliance with the 2nd show cause notice was returned back from the transferred station Daulatpur, kushtia "which was returned back being refused" and that he received the letter Memo No. 3415 dated 10-12-01 of the Bangladesh Resham Board, Rajshahi at Daulatpur. Kushtia on 23-11-01 and from that letter he came to know about his dismissal from service from 10-12-01. He also added that he was restrained to sign in the Hazira khata on 22-12-01 P.1. Sheikh Nur Mohammed, the petitioner himself also added in his chief that he sent grievance petition by registered post to O.P. 2nd party on 5-1-02 which was returned back "refused" remarks of the postal peon on 14-1-02. It is admitted by the O.P.W 1 Md. Alauddin, Deputy secretary, Bangladesh Resham Board, Rajshahi in his chief that the patitioner Sheikh

Nur Mohammad was present in the Daulatpur office,Kushtia putting his signature on 15-12-01 in the Hazira Khata Exbt.Gha(1) and 16th December to 18th December/2001 were Idul Fitor holidays and remarks of the dismissal order of the petitioner was inserted in the Hazira Khata with red ink from 19.12.01. The Ld, lawyer of the O.P. 2nd party argued that the petitioner failed to fulfill the requirement of section 25(1)(b) and did not submit his grievance petition within 15 days and consequently his compliant petition U/S 25(1)(b) was not legally maintainable. It is found that P.W.I Sheikh Nur Mohammad stated in chief that he was restrained to sign in the Hazira khata on 22.12.01, which corroborates the plaint, and he came to know about the order of dismissal from service at Daulatpur, Kushtia on 23.12.01. It appears from the documentary evidences Exbts. 16. 16(ka) the dismissal order dated 10-12-01 and its envelope with memo No.3415 dated 10-12-02 addressed to Sheikh Nur Mohammad show that the postal peon went to the office for delivering the dismissal letter to the petitioner on 15-12-01.17-12-01.20-12-01and 22-12-01 and found the petitioner absent in the office from which the cause of action of the grievance petition accrues from 23-12-01 is quite true and probable. It appears from Exbts. 17,18,18(ka) registered grievance petition and postal receipt filed by the petitioner show that the petitioner sent the grievance petition by registered post on 05-01-02 within 15 days from the date of knowledge of dismissal order on 23-12-01 and that the mandatory provision of section 25(1)(a) is lawfully complied with and this petitioner filed this case on 11-02-02 within the provision of section 25(1)(b) of the Employment of Labour (Standing orders) Act. 1965. Hence, the petitioner has filed this case within the time of limitation and this case is maintainable U/S 25 of the Employment of Labour (Standing orders) act, 1965. Hence, Issue Nos. 1 & 2 are decided in favour of the petitioner.

**Issue Nos, 3 to 5**

Issue Nos. 3-5 are taken together for discussion for the sake of conveniences. There is no denial of the fact that the petitioner Sheikh Nur Mohammad was working in the post of Resham Protipadak under the O.P. 2nd party Bangladesh Resham Board, Rajshahi from 12-01-87 and he served the second party near about 15 years till the date of the dismissal order from service by the O.P. 2nd party vide No. Barebo/Raj/Prosha/Case-

12/01/3415 dated 10-12-01. It is also admitted by both the parties that there were 3 registered trade unions 1. Bangladesh Resham Board Karmachari Parishad, , Regn. No. B-1942, 2. Resham Board Sramik Karmachari Union. Regn. No. B-1945 and 3. Bangladesh Resham Board employees League, Regn. No. B-2039 under Bangladesh Resham Board, Rajshahi and that the petitioner Sheikh Nur Mohammad was an active member and elected Assistant General Secretary (C.B.A.) of Bangladesh Resham Board---Karmachari parishad, Regn. No S-1942. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad challenged the dismissal order of the 2nd party vide Memo No. Barebo/Raj/Prosha/Case/12/01/3415 dated 10-12-01 as illegal unlawful, motivated and unfair and prayed for reinstatement in service setting aside the aggrieved dismissal order with back wages and benefits. It is specific case of the petitioner is that the petitioner along with other C.B.A. participated in bargaining with the O.P. Authority in different times for demands of the workers and the charter of demands on behalf of the workers was filed to O.P. Nos. 1& 2 on 1st March/2001 but the O.P. Management did not take any step for fulfil the demands of the workers. But the O.P. Authority filed the Criminal case against the C.B.A. Leaders under Jono. Nirapatta Act and that the dissatisfaction against the authority started and that the O.P. Authority started a Departmental Proceeding No. 12/01 against the petitioner purposefully alleging with 8 points complaints. That the O.P. Management appointed unlawfully one member Inquiry Committee- Md. Babor Ali before whom he filed written statement but the Inquiry Officer neither properly recorded deposition of the petitioner nor he gave importance to the objection raised before him. That the Inquiry Officer recorded answer of the questions as to his whimsicality but the O.P. Authority did not change the Inquiry Officer motivatedly instead of the objection raised to change the Inquiry Officer on15.10.01 and 16.10.01. That the Inquiry Officer Babor Ali was witness to the Criminal Cases and acted as per direction of the authority and recorded disposition of the petitioner motivatedly and also recorded and examined other witnesses behind the back of the petitioner and that he did not give the petitioner any opportunity to cross examine the witnesses. That the O.P Authority

transferred the petitioner illegally on 10.11.01 from the Head Office to Daulatpur Resham Extension Sub-Center, Kushtia. He was incharge general secretary of the Trade Union on 14.11.01 and the petitioner was present by hazira on 15.12.01 at Daulatpur, Kushtia and he received second show cause notice and he sent written statement by registered post from Daulatpur, Kushtia on 21.11.01 which was returned back being refused by the O.P. Authority. That the petitioner was victimized and also restrained to put his signature in the Hazira Khata on 22.12.01 and that the petitioner name to know about the dismissal order on 23.12.01 by the Memo No. 3415 dated 10.12.01 issued by the O.P. No.2. That the petitioner was unlawfully and unfairly dismissed from service. That the petitioner submitted grievance petition by registered post on 5-1-02 to the O.p. Authority which was refused with remarks of postal peon and returned back on 14-1-02 and that the O.P. did not take any step to reinstate the petitioner. Hence, the unlawful and motivated dismissal order of the O.P. Management is not sustainable in the eye of law and is liable to be set aside.

That the specific case of the O.P. No. 1—4 is that the O.P. Authority started Departmental proceeding case No. 12/01 for 8 points allegations and charges were framed against him and that the petitioner was asked to show cause and given the scope of hearing. That Md.Babor Ali, Executive Engineer was appointed Inquiry officer who conducted the Inquiry lawfully and recorded evidences of 8 witnesses and submitted the inquiry report to the O.P. Authority and that the O.P. Authority lawfully found the petitioner Skeikh Nur Mohammad guilty of the offences U/S38(ka)(kha)& (Chha) of Bangladesh Resham Board Chakuri Probidhanmala, 1990 and finally the petitioner Sheikh Nur Mohammad was dismissed from service by the O.P. 2nd party vice Memo No. Barebo/Raj/Prosha/ case-12/01/3415 dated 10-12-01 U/S 39(1)(kha) (ঈ) of Bangladesh Resham Board Chakuri Probidhanmala, 1990. Hance, the petitioner is not entitled to get the relief as prayed for and the case is liable to be dismissed.

To prove the respective cases both the parties adduced the oral and documentary evidences. That the petitioner side examined P.W.1 Sheikh Nur Mohammad, the complaint himself as oral evidence and the O.P. side

cross examined him. That the petitioner brought the documents into exhibits as 1-10, 10(ka), 10(kha), 11, 11(ka), 11(Ga), 12-16, 16(ka), 17-20, 20(ka), 20(kha), 21-24, 24(ka)-24 (ঙ),25, 26,26(ka)-26(বি) That the O.P. 2nd party examined O.P.W. 1 Md. Alauddin, Deputy Secretary, O.P.W. 2 Kazi Abdur Razzak, the Principal Accounts Officer and O.P.W. 3 Abdul Matin. P.A.to secretary of Bangladesh Resham Board , Rajshahi as oral evidences and the petitioner cross examined them and brought the documents into exhibits as ক-ঘ, ঘ(১), ঘ(২),ঙ,ঙ(১), চ-জ, জ(১)-জ(৫), ঝ, ঝ(১), ঞ, ট, ঠ।

P.W.1 Sheikh Nur Mohammad the complainant himself corroborated the allegations of this case in chief and also added that the O.P. Authority did not change the Inquiry officer instead of written objection filed to the authority and during the continuation of the Departmental proceeding case No, 12/01 he was transferred from the Head office to Daulatpur Resham Extension sub-centre, Kushtia on 10-11-01 motivatedly and that the Inquiry officer neither recorded the witnesses in his presence nor receive the written statement in compliance with the second show notice and that he was restrained to sign in the Hagira Khata on 22-12—01 at Daulatpur and that the alleged dismissal order unfair and unlawful. But P.W.1 admits in cross that in the Departmental proceeding case No,12/01 show cause notice was issued upon him against 8 points charges and that the first Inquiry committeed was dissatisfied with him and the second one man Inquiry committee was constituted. P.W. 1 Sheikh Nur Mohammed also frankly admits in cross that ৭-৬-০১ইং তারিখে সি.বি.এ. নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে আধাবেলা বা ৩/৪ ঘন্টা কর্ম বিরতির ডাক দিয়াছিল। O.P.W. 1 Md. Alauddin, Deputy Secretery, Bangladesh Resham Board, Rajshahi deposed and corroborated the case of the 2nd party but frankly admits in cross that he was working in the Bangladesh Resham Board from 9.1.81. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad was Assistant General Secretary (C.B.A) of the trade union and that he can not say whether the C.B.A. filed charter of demands to the O.P. Authority on 13-12-01. That he can not also say whether the Authority issued letter Memo No. 373 for discussion about the charter of demands on 24-03-01 in favour of General Secretary. That he can not say whether new charter of demands was filed on 25-03-01 and its copy is communicated to the D.C. S.P. & State Minister, Textile. That he can not say whether Secretary, Resham Board issued letter on 27-03-01 for

discussion. That the General Secretary and President Nurul Islam was arrested by Police and Case under jono Nirapatta Ordinance is started. D.W.1.Md. Alauddin. Deputy Secretary also admits in cross that the petitioner Sheikh Nur Mohammad was not the accused against the case under Jono Nirapatta Act. That the counter case by the C.B.A. against the 2nd party authority was also started. He also frankly admits in cross that he had no physical knowledge about the Inquiry Proceedings and that the petitioner Sheikh Nur Mohammad was transferred to Daulatpur on 10-11-01 and that he can not say whether the petitioner sheikh Nur Mohammad filed petition for stay of his transferred to Daulatpur as In charge General secretary, O.P.W. Md. Alauddin, Deputy Secretary, Bangladesh Resham Board, Rajshahi also frankly admits in cross that no.....behalf of the petitioner-accused is found in the .....of witness Abdul Matin, Abdul Khaleque, Abdul Goni Shamimd Alam of the Inquiry Proceeding case. There is no mention of the presence of any witness on 04-10-01 in the note sheet of the inquiry proceeding. There is no mention of the petitioner's presence on 15-10-01 in the note sheet of the Inquiry proceeding. O.P.W. 1 Md. Alauddan also frankly admits in cross that the accused petitioner has no signature in the recorded deposition of witness Shamim Alam and witness Abdul Goni on 04-10-01 and that there is no signature of the accused petitioner on the recorded deposition of witness Abdul Matin on 8.10.01 and witness Abdul Khaleque on 10.10.01. There is a mention in the inquiry napa report that charge No. 6 was not proved. O.P. W.2 Kazi Abdur Razzak, Principal Accounts Officer, Bangladesh Resham Board, Rajshahi deposed on behalf of the allegations of the Departmental Proceeding case but he was not exa mined as witness to the Inquiry Proceeding. O.P.W.3 Md. Abdul Matin is a recorded witness by the Inquiry Committee who frankly admits in cross that a Criminal Case was started in the jono Nirapatta Oporadh Domon Adalat for the cause of meeting and missile on 06-06-01 and that Criminal case is still pending and the petitioner Sheikh Nur Mohammad was not accused to that jono Nirapatta Case. He frankly admits in cross that he did not lodge any complaint to the Authority against the petitioner. Thus, it appears from the above oral and documentary evidence that the O.P.2nd party admittedly dismissed the petitioner Sheikh Nur Mohammad from service vide Memo No. Barebo/Raj/Prosha/case-12/01/3415 dated 10.12.01 for negligence of

duty, misconduct and nashokotamulak karjakolap U/S 38(Ka)(Kha)& (Chha) of Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala, 1990. In accordance with the provision of U/S 39(1)(Kha) of Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala ,1990 (Exbt. 16 filed by the petitioner (Exbt. Ka filed by the O.P. side corroborate). That the petitioner Sheikh Nur Mohammad was working in the post of the Resham Protipadak for about 15 years since his joining on 12-1-87 and active member and elected Assistant General Secretary (C.B.A.) of Bangladesh Resham Board Karmachari Parishad , Regn. No.8-1942 (Exbts 19 & 22 filed by the petitioner Corroborate) and that during the pendancy of the Deparmental Proceeding Case No. 12/01 the petitioner became Incharge General Secretary of the said trade union on 14-11-01(Exbt. 22 filed by the petitioner Corroborates) but the petitioner was transferred from the Head Office to Daulatpur Resham Extension Sub-center, Kushtia on 10-11-01 (Exbt. 23 filed by the petitioner Corroborates), and that on behalf of the petitioner application for stay of transfer and posting to the Head Office is made to the O.P. Management for conducting C.B.A. activities as Incharge General Secretary for the arrest of the President and Secretary of the trade Union(Exbts.24 & 25 Corroborate). That from Exbts.26, 26(Ka)(KHA.)Ga) it can be presumed that there is an (Industrial dispute between the C.B.A. and the O.P. Resham Board.

Authority and the secretary as authority of Resham Board, Rajshahi invited discussion between the parties and fixed date on 9-4-01 and 12-4-01 for amicable settlement of the dispute through discussion. It is found from the oral as well as documentary evidence Exit, 20, 20(Ka), 20(Kha) that there were case and counter case between the C.B.A. leaders and the O.P. Management and admittedly the president Nurul Islam and Secretary of the C.B.A. and others were implicated jono Nirapatta case U/S 7(kha)(10)(12) of the said Act against the date of occurrence on 06-06-01. It is also found from the oral as well as documentary evidences Exbt. 8 O.P. No. 2 Secretary, Resham Board started Departmental Proceeding against the petitioner Sheikh Nur Mohammad showing the date of occurrence on 7.6.01, 21.3.01, 25.3.01, 4.4.01, and that the 2nd one man

Inquiry Committee Md. Babor Ali, Executive Engineer started inquiry proceding case hearing on the report (Exts, ঙ, ঙ(১) of first one man Inquiry Committee Surendra Mohon Borme –Incharge Finance and planning, Resham Board, Rajshahi and issued –(Exbt.9) upon the petitioner for hearing on 30-09-01 and Exbt. is the show cause notice issued by O.P. No. 2 vide Memo No. 1683 dated. 05-07-01 and Exbt.- 5 is the written statement filed by the petitioner against that show cause notice. That the second Inquiry Committee Md. Babor Ali after examining 8 witnesses filed inquiry repory Exbt. 13 dated. 30-10-01 along with inquiry proceeding nots sheets Exbt. Chha and recorded deposition of petitioner Sheikh Nur Mohammad Exbt. ja, recorded deposition of witness Shamim Alam Exbt. Ja (1), recorded deposition of Abdul Gani Exbt. ja(2), recorded deposition of Abdul Motin Exbt. ja (3), recorded deposition of Abdul Khaleque Exbt. ja(4) and recorded deposition of Md. Abu Jafar exbt. ja(5)etc, to the O.P. Authority and admittedly the O.P. No. 2 Secretary, Resham Board, Rajshahi by Exbt. 12 issued second show cause notice vide Memo No. 3133 dated 13-11-01 to the accused-petitioner and admittedly the petitioner Sheikh Nur Mohammad by Exbt, ka was dismissed from service for the offence U/S 38(Ka)(Kha) & (Chha) of Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala, 1990 but the section 40,40(2)(3) of the said Probidhanmala/1990 speaks that in case of offence U/S 38(Chha) the O.P. Authority shall constitute Inquiry Committee consisted of 3 officers, not below the rank of the accused staff and on the report of that Inquiry Committee the Authority will take necessary action but in this case the O.P. Management has violated the provisions of inquiry U/S 40,40(2)(3) of Karmachari Chakuri Probidhanmala/1990 and Committed illegality by constituting one man Inquiry Committee instead of 3 persons Enquiry Committee as per provisions incorporated Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala/1990. It is found from the admission of D.W.1 in cross and also from the deposition of witness Md. Shamim Alam on 4-10-01 Exbt.

Ja(1), deposition of witness Abdul Gani on 4-10-01 Exbt. Ja(2) , deposition of witness Md. Abdul Matin on 8-10-01 Exbt. Ja(3), deposition of witness Abdul Khaleque on 10-10-01 Exbt. Ja(4) and the deposition of witness Md. Abu Jafor on 10-10-01 Exbt. Ja(5) filed by the O.P. Management show that there is no signature of the accused-petitioner Sheikh Nur Mohammad on the deposition of those witness and also that the petitioner is not found to cross examine those witnesses. It is found from Exbt. Chha note sheet of the Inquiry Proceedings that there is no mention of the presence of any witnesses in the order sheet dated 4-10-01 and there is no mention of petitioner's presence on 15-10-01. It is found from the note sheet of the Inquiry Proceedings dated 8-10-01 and 10-10-01 that the accused-petitioner cross examined witness Abu Jafor on 8-10-01 and other witnesses on 10-10-01 which is practically absent as we find from the deposition of witness Shamim Alam Exbt. Ja(1), deposition of witness Abdul Gani Exbt. Ja(2), deposition of witness Abdul Matin Exbt. Ja(3), deposition of witness Abdul Khaleque Exbt. Ja(4) and deposition of witness Abu Jafor Exbt.Ja(5). Even that there is no signature of the Inquiry Officer at the close of the deposition of witness Abu Jafor Exbt. Ja(5). Thus, it is found from the evidences that the Inquiry officer Babor Ali neither properly recorded the deposition of the witnesses in Inquiry proceedings in presence of the petitioner nor the petitioner Sheikh Nur Mohammad was given the lawful scope to cross examine those witnesses namely Shamim Alam, Abdul Gani, Abdul Motin, Abdul Khaleque and Abu Jafor. So, the allegations of the petitioner that the Inquiry officer recorded the deposition of other witnesses Shamim Alam, Abdul Gani, Abdul Motin, Abdul Kheleque and Abu Jafor behand the back of the petitioner stands good. That the petitioner Sheikh Nur Mohammad filled objections to the Chairman by Exbt, 10(kha) for changing Inquiry committee of Babor Ali on 15-10-01 and another objection by Exbt. 10(Ga) to the Inquiry officer on 16-10-01 and questioned the impartiality of the Inquiry Committee, But that objection was not taken into

consideration by the O.P. Management. As a result, the entire Inquiry proceeding was motivated and biased and that there were criminal case and dose not case between the C.B.A leaders and the O. P. Management and that the accused-petitioner Sheikh Nur Mohammad was Assistant General Secretary and subscquentiy Incharge General Scratory on 14-11-01 of the trade union and that he was not accused to the Jono Nirepatta case filed by the O.P. Management and that the O.P. No. 2 Secretary, Resham Board, Rajshahi took the Industrial dispute for settlement on 9-4-01 and 12-4-01 through discussion. Under the facts, circumstances and evidences on record this court found that the Inquiry proceedings constituted by the Executive Engineer Babor Ali was not fair but motivated and that one man Inquiry Committee constituted by the O.P. Management was against the mandatory provisions of Section 40, 40(2)(3) of Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala /1990 and that the O.P. Management has violated the mandatory provisions of inquiry for the offence U/S 38(Chha) by constituting 3 members Inquiry Committee as per provision of section 40. 40(2)(3) of Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri probidhaiama 14/1990. That the Inquiry officer had not taken the signature of the petitioner Sheikh Nur Mohammad on any page of the deposition sheets of the witnesses Shamim Alam, Abdul Gani, Abdul Motin, Abdul Khaleque and Abu Jafor and no cross examination found by the petitioner accused on the recorded deposition of those witnesses Shamim Alam Exbt.Ja(1), Abdul Gani Exbt. ja(2), Abdul Motin Exbt. ja(3), Abdul Khaleque Exbt. ja(4) and Abu Jafor Exbt. ja(5). Thus, the court has the sufficient reasons to conclude that the Inquiry officer examined those witnesses Sahmim Alam, Abdul Gani, Abdul Motin, Abdul Khaleque and Abu Jafor behind the back of the petitioner Sheikh Nur Mohammad. The accused petitioner raised objections to alter the inquiry officer Babor Ali on 15-10-01 and 16-10-01 but the O.P. Management did not take the matter into consideration and that the inquiry officer had not followed the provisions U/S 43 of

Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala/1990 and that the Inquiry Proceeding appears to be motivated and unfair. As a result, the petitioner Sheikh Nur Mohammad was deprived of natural justice and the aggrieved dismissal order was passed on the basis of the report of the Inquiry Committee which is constituted violating the provisions of section 40,40(2)(3) of Bangladesh Resham Board Karmachari Chakuri Probidhanmala/1990 appears unlawful and unfair. In the circumstances, facts and evidences stated above the only remedy that can be given to the petitioner worker Sheikh Nur Mohammad is his reinstatement in service, Finally this court concludes that the petitioner's dismissal from service was not fair, motivated and unlawful. In view of my findings the petitioner is entitled to be reinstated in his service with back wages and benefits as admissible in the rules. The Ld. Members are consulted.

**It is, accordingly,**

**ORDERED**

That this Complaint Case be allowed on contest against O.P. No. 1 to 4 without any order as to costs. That the order of dismissal of the petitioner from service dated 10-12-01 vide memo no, 3415 passed by the O.P. second party is here by set aside and the 2nd parties be directed to reinstate the petitioner in service in the former post with all back wages and benefits as admissible under the rules.

The O.P. 2nd parties are directed to implement this decision within 30(thirty) days.

**Md. Abdus Samad**
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও

কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

ডাব্লিউ, সি, মামলা নং ১/২০০৫

শাহ মোহাম্মদ ইদরীস, জুনিয়র পার্সোনেল অফিসার,

পক্ষে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ এমদাদুল হক, টি/নং-৯৬৯৬, ফিটার-২,

ক্যারেজ শখ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং- ২, তাং- ১১-০৬-০৫

অদ্য মামলাটি প্রাপকের হাজিরা এবং প্রয়োজনীয় কাগজ দাখিল ও জবানবন্দী রেকর্ডের জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবি ওকালতনামাসহ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবি ফিরিস্তিমূলে ১ ফর্দ্দ কাগজ দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ মোঃ এমদাদুল হক বিজ্ঞ কৌশলীর মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল করিয়া তাহার নামীয় চেক প্রদানের আদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর থেকে ৮/৬/০৫ ইং তারিখের দপ্তর আদেশ নং-২২/জি-০৫ প্রত্রটি ডাকযোগে পাওয়া গেল। দরখাস্তের পোষকতায় হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এমদাদুল হক, ফিটার গ্রেড-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর এর জবানবন্দী রেকর্ড করা হইল। দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১,২,৩,৪ ও ৫ হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত হয়। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, প্রমান চিহ্নিত কাগজাদি এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এমদাদুল হক, ফিটার গ্রেড-২, টোকেন নং-৯৬৯৬ এর দুইটি আংগুল কর্তনজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২,৩০০/= টাকার চেক কোর্টে জমা আছে। প্রদর্শন চিহ্নিত কাগজাদি দৃষ্টে প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী মোঃ এমদাদুল হক উক্ত ক্ষতিপূরণের চেক পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। চেকটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার পক্ষে শহিদুল হক মোঃ এমদাদুল হকের নামে ১২,৩০০/= টাকার চেক ইস্যু করিয়াছেন। সুতরাং চেকটি ব্যাংকে ভাঙ্গানোর প্রয়োজন নাই বিধায় সরাসরি অত্র

আদালতের মাধ্যমে দরখাস্তকারী মোঃ এমদাদুল হক, ফিটার গ্রেড-২, টোকেন নং-৯৬৯৬ বরাবর চেকটি ইস্যু করা যাইতে পারে। সুতরাং রেলওয়ে কর্তৃক প্রেরীত চেক নং-৪০৮৬৫৭ তাং-২৭-৪-০৫ টাকা ১২,৩০০/= দরখাস্তকারী মোঃ এমদাদুল হক বরাবর তাহার বিজ্ঞ কৌশলীর সনাক্ত মতে ইস্যু করা যাইতে পারে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারী মোঃ এমদাদুল হক, ফিটার গ্রেড-২, টোকেন নং-৯৬৯৬, সৈয়দপুর রেলওয়ে নামীয় প্রেরীত চেক টাকা ১২,৩০০-তাহার বিজ্ঞ কৌশলী মোঃ কোরবান আলীর সনাক্ত মতে চেকটি প্রদানের অনুমতি দেওয়া গেল। সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারগুলিতে নোট প্রদানপূর্বক চেক প্রদানের বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত
ও কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।